চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 3 August, 2020 ■ আগরতলা, ৩ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ১৯ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার রাখীবন্ধন উৎসব, রবিবার আগরতলায় একটি দোকানে বাহারী রাখী নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় দোকানি। ছবি নিজস্ব।

করোনায় আরও তিন জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত ১৪১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। করোনায় আক্রান্ত আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে রবিবার। এনিয়ে রাজ্যে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছাবিবশে পৌঁছল। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে তিনজনে মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে, রবিবার নতুন করে আরও ১৪১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন ৪৪৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ১৪১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

সরকারী তথ্য মোতাবেক আরও জানা গিয়েছে, এদিন রাজ্যে করোনা সমীক্ষায় ২৫৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে ৯০ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। কনটেইনমেন্ট জোন এবং কোয়ারেন্টাইনে থাকা ১১৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমিত শাহ ও ইয়েদুরাপ্পা আক্রান্ত হলেন করোনায়

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট।। রবিবার দুপুরেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হাসপাতালে ভরতি আছেন তিনি। আর রাতে সেই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা! তিনি নিজেই করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়ে ট্যুইট করেছেন। ইয়েদুরাপ্পা লেখেন, আমার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমি ভালো আছি। তবে, ডাক্তারের পরামর্শে সাবধানতা হিসেবে হাসপাতালে ভরতি হচ্ছি। আমি অনুরোধ করছি, সম্প্রতি যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা সকলেই সেলফ কোয়ারানটিনে যান।

অমিত শাহের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবরে আগেই শোরগোল পড়েছিল গোটা দেশে। বিকেলের দিকে খবর আসে, উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিংও আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়।

অপরদিকে, রবিবারই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী কমলা রানি

বরুণের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। ১৮ জুলাই তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকে লখনউয়ের করোনা হাসপাতাল সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে ভরতি ছিলেন তিনি। রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সেই ঘটনার রেশ মিলতে না মিলতেই অমিত শাহের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর আসে। নিজেই ট্যুইট করে অমিত শাহ লেখেন, কয়েকদিন ধরে আমার শরীরে করোনা উপসর্গ দেখা দিচ্ছিল। তাই করোনা পরীক্ষা করাই। আমার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমার শরীর সুস্থই আছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে হাসপাতালে ভরতি হয়েছি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারের বেআইনী ক্লিনিকে অবৈধ গর্ভপাত হাতেনাতে ধরলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর ২ আগস্ট।। অবৈধ ভাবে গর্ভপাত করানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু রাজ্যের একাংশ অসাধু চিকিৎসক মোটা অঙ্কের বিনিময়ে এখনো অবৈধভাবে গর্ভপাত করাচ্ছে। রবিবার গোমতী জেলার জেলা শাসকের এক অভিযানে তা ফের একবার প্রমাণিত হয়ে গেল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গোমতী জেলার উদয়পুর এলআইসি অফিসের পিছনে ঘর ভাড়া নিয়ে বিনা লাইসেন্সে ক্লিনিক খুলে বসেন চিকিৎসক বি সি দে। সেই ক্লিনিকে এই গুণধর চিকিৎসক মাসের পর মাস ধরে অবৈধ ভাবে মোটা টাকার বিনিময়ে গর্ভপাত করিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ দিন ধরে গোমতী জেলা শাসকের নিকট এই অভিযোগ ছিল। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার গোমতী জেলার জেলা শাসক আচমকা গুণধর চিকিৎসক বি সি দে'র অবৈধ ক্লিনিকে হানা দেন। এই ক্লিনিকে যাওয়ার পরও জেলা শাসকের চোখ কপালে উঠে যায়।

কারণ, অভিযোগের সত্যতা জেলা শাসক নিজের চোখে দেখেন। জেলা শাসক যখন সেই ক্লিনিকে হানা দেন তখনও বেশ কয়েকজন মহিলা সেই ক্লিনিকে গর্ভপাত করাতে আসেন। চিকিৎসক নিজেও ক্লিনিকে উপস্থিত রয়েছেন। ক্লিনিকের অভ্যন্তরের চিত্র দেখলে যে কারো মানে হবে এইটা কোন ক্লিনিক নয়, এইটা ছোট কোন হাঁসপাতাল। তবে এইদিন জেলা শাসক গুণধর চিকিৎসককে যে সকল প্রশ্ন করেছেন, সেই সকল প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেননি চিকিৎসক।

এমনকি চিকিৎসক নিজেও স্বীকার করে ওনার কাছে ক্লিনিক খোলার কোন লাইসেন্স নেই। জেলা শাসককে আচমকা নিজের অবৈধ ক্লিনিকে দেখতে পেয়ে গুণধর চিকিৎসক বি সি দে এইদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজটিলায় ব্যবসা নিয়ে বিবাদের জেরে উত্তেজনা ফাঁড়িতে ধর্ণা দুই পক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। কলেজ টিলা প্রফেসর পাড়া এলাকায় ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলাকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যা রাতে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হস্তক্ষেপ করে পুলিশ। ঘটনার রেশ গড়ায় কলেজটিলা ফাঁড়ি পর্যন্ত। দুপক্ষই পৃথক পৃথক অভিযোগ নিয়ে সন্ধ্যারাতে কলেজটিতে ফাঁড়িতে যায়।

তবে এই ঘটনার বাড়বাড়ন্তের জন্য কলেজ টিলা ফাঁড়ির ওসি অরিন্দম রায়ের অদূরদর্শীতাকেই দায়ী করেছে অনেকেই। সম্পূর্ণ লক ডাউনের পরিস্থিতিতে বাজারগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দোকান পর্যায়ক্রমে খোলার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে একাংশ ব্যবসায়ী শহরের যত্রতত্র দোকান খুলে বসেছেন। যে কারণে বাড়ছে জনসমাগম। অন্যদিকে এসমস্ত ব্যবসার আড়ালে মাদক দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ। রবিবাব. রাজধানি কলেজ টিলা প্রফেসর পাড়া এলাকায় অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্থানীয়দের ঝামেলা বাধে।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য তাদের হুমকি দেওয়া হয়। একই সঙ্গে চলে ধস্তাধস্তি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাথায় হাতুড়ি পড়ে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত কোনাবন ওএনজিসি-র রিক পয়েন্টে কাজ করতে গিয়ে উপর থেকে লোহার হাতুরি মাথায় পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম তাপস ধর। পিতা মাখনলাল ধর।

জানা যায় তাপস ধর দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে কাজ করছিল। একটি বেসরকারি কোম্পানি এই কাজের দায়িত্বে ছিল। ৮ জুলাই কাজ করার সময় উপর থেকে একটি লোহার হাতুরি ছুটে তাপসের মাথায় পড়ে। এতে তার মাথায় আঘাত লাগে। তারপরও ঐ কোম্পানি তাকে দিয়ে কাজ করায়। তার কিছুদিন পর হঠাৎ তাপস মাথা ব্যাথা অনুভব করে। তখন তাপস ধর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে রোগীদের সাথে কথা বললেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন পাঠানো হচ্ছে ১৪ দিনের একান্তবাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন রবিবার আগরতলা ভগৎ সিং যুব আবাস সেন্টারটি পরিদর্শন করেছেন। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক প্রসূতি মায়ের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন রবিবার সকালে ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড সেন্টারটি পরিদর্শনে যান। পরে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে ১৪ দিনের একান্তবাসে থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁকে এডি নগর আরএসটিআই সেন্টারে একান্তবাসে যেতে বলা হয়েছে ৩ আগস্ট থেকে। সেখানে তিনি

সাতদিন থাকবেন। তারপর তিনি বাড়িতে একান্তবাসে থাকবেন বাকি সাতদিন।

করোনা পজেটিভ এক প্রসূতি মা ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড সেন্টারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং অপরিচ্ছন্নতার চিত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছিলেন। তার কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রাক্তন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে যুবক নিখোঁজ পাশের স্কুলঘরে মিলল রক্তের ছাপ, অন্ধকারে হাতরাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রহস্যজনক ভাবে ঘর থেকে বের হয়েই নিখোঁজ এক যুবক। ঘটনা কাঞ্চনপুরের ডাইনছরা এডিসি ভিজেল এলাকায়। নিখোঁজ যুবকের নাম রিঙ্কু নাথ। পিতা বনমালী নাথ কাঞ্চনপুর থানায় ছেলের নিখোঁজ ডায়েরী করেন।

রহস্য জনক ভাবে নিখোঁজ রিঙ্কু নাথের পিতা জানান তাঁর ছেলে শুক্রবার গভীর রাতে নিখোঁজ হয়। এরপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি যুবক। পিতা বনমালী নাথ জানান প্রতিবেশীরা জানান ডাইনছড়া রামচরণ স্কুলে শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ রামচরণ স্কুল ঘরের ভিতর থেকে বেশ কয়েকবার মানুষের চিৎকার শোনা যায়। শনিবার সকালে স্কুলের মাঠে আসে ছেলেরা। তাদের নজরে আসে স্কুলের কক্ষের ভেতরে রক্তের ছাপ।

তাই কাঞ্চনপুর থানায় নিখোঁজের ডায়েরী করা হয়েছে। পিতার বক্তব্য ছেলে মাঝে মধ্যে রাত করে বাড়িতে ফিরত। দীনমজুরীর কাজ করত সে। তিনিও দীনমজুরীর কাজ করত। এই ঘটনায় খবর দেওয়া হয় কাঞ্চনপুর থানায়। পুলিশি তদন্তে নামে। রামচরন স্কুল ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় বেশ কিছু মার্বেল , তিনটি লাঠি সহ একটি রক্তমাখা গেঞ্জি। পুলিশ সেগুলি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক জায়গায় তিন ব্যক্তির ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ২ আগস্ট।। রাজ্যের পৃথক জায়গায় দুই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দুটি ঘটনারই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিযেছে। রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা দিনদিন বেড়েই চলেছে। তাতে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন এক মাঝ বয়সী ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম পীযূষ দাস (৫০) পিতা প্রহ্লাদ দাস বাড়ি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার ব্রজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডে। পেশায় উনি ছিলেন দিনমজুর। উনার স্ত্রী অনেক পূর্বেই মারা যাওয়ায় বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। তাছাড়া উনার একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে বহিঃরাজ্যে থাকে। বাড়িতে উনার ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন।এদিকে সংবাদ সূত্রে জানা যায়, নিত্যদিনের মত গতকাল রাত্রিবেলা সবার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে নিজ ঘরে চলে যান। কিন্তু রাতেই সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে তিনি নিজ বাড়ির পূর্ব দিকে অর্থাৎ বাড়ি থেকে আড়াইশো মিটার দূরে একটি টিলায় আমগাছের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

আজ ভোর অনুমানিক পাঁচটা নাগাদ পাশের বাড়ির এক মহিলা এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে মৃতার বাড়িতে খবর দেন। খবর পেয়েই ছুটে আসেন মৃতার পরিবারের লোকজনরা। তারপর খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানার পুলিশকে।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান এ এস আই গৌতম পাল সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। উনাদের উপস্থিতিতে মৃতদেহ নামিয়ে নিয়ে আসা হয় কদমতলা হাসপাতালের মর্গে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি আত্মীয়-পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা আত্মহত্যা করেছে ঔ ব্যক্তি। তবে কী কারণে এই আত্মহত্যা তা এখনো জানা যায়নি। তবে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে গোটা ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদ্যুৎ কিশোরের জাতীয় সংগীত সংশোধনের দাবিকে তীর্যক ভাষায় আপত্তি আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন নাকি সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন দেশের জাতীয় সংগীত সংশোধন করার জন্য। প্রদ্যুৎ কিশোর এর দাবি জাতীয় সংগীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাদ পড়েছে। এই অজুহাত এই জাতীয় সংগীত সংশোধনের দাবি তুলেছেন তিনি।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আমরা বাঙালি দল কলেজটির অফিস আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের ধরনের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ পাল এর মন্তব্য হল প্রদ্যুৎ কিশোরের বক্তব্য কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায়

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালী দলের রাজ্য নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব।

না। তিনি বলেন দেশের সংবিধান অনেকবার সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু দেশের জাতীয় সংগীত সংশোধনের মত প্রশ্ন কেউ তোলেননি। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন যে যুক্তি সামনে তুলে ধরে দেশের জাতীয় সংগীত সংশোধন করার দাবি জানিয়েছেন তা কোনোভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে আমরা বাঙালি দল।

প্রদ্যুৎ কিশোরের দাবি খণ্ডন করে দিয়ে আমরা বাঙালি রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ পাল বলেন দেশভাগের আগে বাংলার আয়তন ছিল বিশাল। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম সহ অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে বাংলার ছিল। সেখানে জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওড়ায় তলিয়ে যাওয়া বৃদ্ধের হদিশ মিলেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। হাওড়া নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় এক ব্যক্তি। এরপর থেকে ধারাবাহিক ভাবে নদীর বক্ষ্যে নিখোজ ব্যক্তির সন্ধান চালানোর পরেও সফলতা আসেনি। ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও নিখোজ ব্যক্তির সন্ধান না মেলায় গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে পরিবারের সদস্যরা।

নিখোঁজ ব্যক্তির নাম নারায়ন দেবনাথ। ঘটনা রাজধানীর মাস্টার পাড়ার গীতা মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। শনিবার হাওড়া নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় নারায়ন দেবনাথ। এরপর শুরু হয় নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে তল্লাশি। শনিবার নিখোঁজ ব্যক্তির বাড়িতে যান মহকুমা শাসক। নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নেন তিনি। পরিবারের বক্তব্য জলে তলিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘন্টার উপর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে পরিবারটি।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৯১ ▫ ৩ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ১৮ শ্রাবণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জাতীয় সংগীত ও ভাবনার দৈনতা

রাজনীতিতে টিকিয়া থাকিতে বা ভাসিয়া উঠিতে অনেক সস্তা দাবী তুলিতে চান কোনও কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কিছু সাধারণ মানুষ এইসব ভবিতে ভুলিতে চায় না। জনসাধারণকে যতখানি বোকা ভাবা হয় তাহারা অত বোকা যে নহেন তাহা বিভিন্ন ঘটনায় স্পষ্ট হইয়া যায়। ত্রিপুরার রাজপরিবারের উত্তরসুরী প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা নতুন দাবী তুলিয়াছেন। ভারতের জাতীয় সংগীতের সংশোধন চাহিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য জাতীয় সংগীতে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি এই অঞ্চলকে অন্তর্ভূক্তির দাবী তুলিয়াছেন। একথা তো ইতিহাস সত্যি যে, রাজপরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কত নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কবিগুরির পদস্পর্শে ত্রিপুরা ধন্য হইয়াছে। তিনি রাজ আনুকূল্যও পাইয়াছেন গভীরভাবে। আজ ত্রিপুরার রাজ পরিবারের উত্তর পুরুষ দাবী তুলিয়াছেন জাতীয় সংগীতে বঞ্চিত হইয়াছে উত্তর পূর্বাঞ্চল। তাঁহার এই অভিযোগ বা মর্মবেদনাকে নিশ্চয় ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার মতো নহে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ যখন ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ প্রেক্ষাপটে তাহা জানা জরুরী। জাতীয় কংগ্রেস দলের এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি এই সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগীতে পাঞ্জাব ও সিন্ধু কথাটি আছে। এই গানটি রচনা করেছিলেন যখন তখন তো উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য ছিল স্বাধীন। অসমে অহম রাজা রাজত্ব করিতেন, এমনি করিয়া ত্রিপুরা, মণিপুর বিভিন্ন রাজ্যে রাজার রাজত্ব ছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তখন সেই সব স্বাধীন রাজ্যগুলির নাম সংগীতে সংযোজন করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' কবিতাও তো বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে মর্যাদা পাইয়াছে। জনগনমন অধিনায়ক... জাতীয় সংগীত আমাদের প্রাণের আকুতিতে ভরা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মহান আর্তি আমাদের মন প্রাণ ভরাইয়া দেয়। জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের বা সংশোধনের প্রশ্নই উঠে না।

জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের জোরদার দাবী উঠে নাই। একবার 'সিন্ধু' কথাটি বাদ দেওয়ার জন্য কোনও কোনও মহলে দাবী তুলিয়াছিল। কিন্তু, তাহা পত্রপাঠ নাকচ হইয়াছে। সামান্য বদল করিবারও এক্তিয়ার কাহারও নাই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় হাত দেওয়ার অর্থ তাঁহাকে চূড়ান্ত অপমান করা। রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নহেন তিনি আমাদের গর্ব। যিনি যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁহার বিপুল রচনা ভান্ডার হইতে কত মণি মুক্তো বিভিন্ন দেশ তুলিয়া নিয়াছে। জাতীয় সংগীতের প্রসঙ্গ উঠিলেই রবীন্দ্র ভাবনা চিন্তায় আমাদের আন্দোলিত হইতে হয়। আজ এতদিন পর ত্রিপুরার রাজ পরিবারের উত্তর পুরুষ প্রদ্যুৎ কিশোর জাতীয় সংগীত সংশোধনের দাবী তুলিয়া কার্য্যত তিনিই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলিয়া গেলেন। আসলে উপজাতি সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দেওয়া। কিন্তু, ইহাতে ভবি ভুলিবে মনে হয় না। আসলে, রাজ্যের মানুষ করোনা বিধ্বস্ত। এই অতিমারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছে। মানুষ এখন চরম বিপদের মুখে। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের মানুষের দুরাবস্থা তো কি ভয়ানক তাহা তো বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে, জীবন মরণের মুখে দাঁড়াইয়া মানুষ জাতীয় সংগীতের চর্চা করিবে? কথায় আছে ক্ষুধার পেট বচনে ভরে না। করিতে হইবে ক্ষুধা নিবৃত্তি। তাহা না করিয়া প্রদ্যুৎ কিশোর উল্টা পথে হাটিতেছেন। ইহাতে রাজনীতির সুবিধা কতখানি তাহা তিনি হয়তো এখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিবেন। রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী রচনার মধ্যে যে বিষয়গুলি আছে তাহার মধ্যে ভারতের জাতীয় সংগীত অনন্য। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি...।' এইসব রচনাগুলি আমাদের কত বেশী সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা তো নতুন করিয়া বলিবার নহে।

করোনা মুক্ত কোয়েল মল্লিক

কলকাতা,২ আগস্ট (হি স): আতঙ্কের মাঝেই খুশির খবর। করোনা মুক্ত কোয়েল মল্লিক। রবিবার টুইট করে একথা নিজেই জানালেন অভিনেত্রী।
গত ১০ জুলাই করোনা কামড় বসিয়েছিল মল্লিক পরিবারে। অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। জানিয়েছিলেন শুধু অভিনেত্রীই নয় করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী কোয়েল এর স্বামী নিশপাল সিং রানে এবং অভিনেত্রী বাবা রঞ্জিত মল্লিক এবং মা। এমনকি তাদের দ্বিতীয় রিপোর্টও এসেছিল পজেটিভ। আর এবার করোনা নেগেটিভ হওয়ার খবর নিজেই জানালেন অভিনেত্রী কোয়েল।
রবিবার টুইট করে কোয়েল লিখেছেন, "আপনাদের ভালবাসা, প্রার্থনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সকলকে। আমরা পুরোপুরি করোনামুক্ত। পরিবারের সকলের সুস্থ আছেন"।
সম্প্রতি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী কোয়েল।বাংলা কমার্শিয়াল হোক কিংবা আর্ট ফিল্ম সব জায়গাতেই দাপিয়ে অভিনয় করেছেন টলি পাড়ার অতিপরিচিত মুখ কোয়েল মল্লিক।

করোনা আবহে নাজেহাল অবস্থা কুমোরটুলি শিল্পীদের

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি স): চলতি বছর যেন সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। এই বছর ঠিক কীভাবে হবে পুজো তা নিয়েও সংশয় বহু পুজো উদ্যোক্তাদের মনে। প্রতি বছর এই সময় নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকেনা কুমোরটুলি শিল্পীদের। দুর্গা প্রতিমার ভরে যায় কুমোরটুলির প্রতিটি স্টুডিও। কিন্তু করোনা আতঙ্কে সম্পূর্ণ ফাঁকা কুমোরটুলি। আগস্টের শুরুতেও নেই কোন উদ্দমতা। নেই ঠাকুর বানানোর তাড়া।চিন্তায় কপালে ভাঁজ কুমোরটুলি শিল্পীদের।
এই বছর যেন উত্তর কলকাতার কুমোরটুলি সম্পূর্ণ থমকে গিয়েছে। করোনা-আমফান, পরপর দুই বিপর্যয়ের জেরে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে শিল্পীদের। এখনও বায়নাই হয়নি অর্ধেক ঠাকুরের। দুর্গা পূজার কথা এখন বাদ দিলেও সামনেই গণেশ পুজো।প্রতি বছর গণেশ পূজার জন্য এই সময় থেকেই সব বায়না চলে আসে কুমোরটুলি শিল্পীদের কাছে। কিন্তু এই বছর কোথায় কি। হয়তো গণেশ পুজো হবে না চলতি বছর। করোনার কোপে আগেই শীতলা, বাসন্তী, মনসা পুজোর মতো কয়েকটা পুজোর বাজার চলে গিয়েছে শিল্পীদের। সামনে গণেশ চতুর্থী। তাও কুমোরটুলির কয়েক জন শিল্পীর বাঁধা কিছু খরিদ্দার ছাড়া এবার সেই বাজারও অনিশ্চিত। কিভাবে চলবে দিন সেই চিন্তায় মাথায় বাজ পড়ার জোগাড় কুমোরটুলি শিল্পীদের।

অমিত শাহর আরোগ্য কামনায় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি স): কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এবার করোনা হানা। করোনা আক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার দুপুরে পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে তাঁর। আপাতত দিল্লির এইমস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। খবর জানতেই অমিত শাহর আরোগ্য কামনায় টুইট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, " কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জি কোভিড ১৯- র পরীক্ষা করেছিলেন তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আমি তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমার প্রার্থনা তাঁর ও তাঁর পরিবারের সাথে"।
উল্লেখ্য, নিজেই রবিবার দুপুরে টুইট করে করোনা আক্রান্ত হওয়ার এই খবর দেন অমিত শাহ। তিনি লেখেন, "কয়েকদিন ধরে করোনা উপসর্গ দেখা দিচ্ছিল। তাই নিয়ম মেনে করোনা পরীক্ষা করাই। তাতে দেখা যায় আমি করোনা পজিটিভ। শরীর সুস্থই আছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে হাসপাতালে ভরতি হয়েছি"। পাশাপাশি তিনি একইসঙ্গে, গত কয়েকদিন যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

করোনা আতঙ্ক মানুষকে ঘিরে ধরেছে

নারায়ণ দাস

করোনা ছাড়া জগৎ নেই। পরিবারের থেকেও মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। এক চিন্তা, এক ভাবনা নিয়েই মানুষের দিন কাটছে। সকাল থেকেই চরম দুর্বাবনা মানুষকে গ্রাস করছে। দিনটি ভাল যাবে তো? সবই সুস্থ থাকবে তো? কাগজের পাতা খুললে, টিভির পর্দা সরালে, সিংহভাগ সময় জুড়ে সেই একই খবর করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এই, রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় কতজন পরপারে চলে গেলেন, কতজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন, কতজনের করোনা সংক্রমণজনিকত পরীক্ষা হল ইত্যাদি। সেই সঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে রোগীদের বিড়ম্বনায শয্যা না মেলায় এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে চরকির মতো ঘোরা-অবশেষে কোথাও ঠাঁই মিললেও দীর্ঘ সময় জুড়ে রোগযাতনা বৃদ্ধির ফলে রোগী মৃত্যু। ক্ষোভে, দুঃখে অমানবিক ব্যবহারের যন্ত্রণায় রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা, আপনজনেরা ফেটে পড়েন। বুঝতে পারেন না কোথায় গেলে এর প্রতিকার পাওয়া যাবে। এটা তো এখন প্রায় নিত্য দিনের খবর।

আকজাল তো প্রতিটি পরিবারের মানুষ এইসব খবর শুনতে শুনতে দিশেহারা। যাঁরা বয়স্ক সদস্য, ইতিমধ্যেই ক্লান্সি এসে যাঁদের গ্রাস করেছে, বৃদ্ধ বয়সের নানা রোগযন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছেন, সমস্যা তাঁদেরকে নিয়েই। যদি সত্যিই কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন, তাহলে পারিকারিক চিকিৎসককে ডাকলেও তিনি আসবেন না। কোন হাসপাতালে গেলে শয্যা মিলবে, চটজলদি রোগীকে ভর্তি করিয়ে নেবে, কোথায় অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাবে, সরকারি 'হেল্প নাম্বারে' টেলিফোন করলেও সাড়া মেলে না পড়শিরা খবর শুনেই তড়িঘড়ি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দেবে, পাড়ায় পরিবারটি অচ্ছুত, নিঃসঙ্গ। সবাই মুখ ফিরিয়ে নেবে। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় যদি অ্যাম্বুলেন্স মেলে তাহলে না হয় রোগীকে নিয়ে বের হওয়া গেল। কিন্তু কোনো হাসপাতালে গেলে সহজেই শয্যা মিলবে— তো তো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তারপর যদি বা রোগীকে ভর্তি করানো গেল কোনো হাসপাতালে, পরিবারের সদস্যদের কাজ এখানেই শেষ। তাদেরও হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে করোনা করোনা নেগেটিভ না পজিটিভের পরীক্ষা করাতে হবে। পজিটিভ হলে আবার বিপত্তি। যিনি হাসপাতালে ভর্তি হলেন, তাঁর সঙ্গে আপনজনের দেখা করার কোনো বালাই নেই—টেলিফোনে খবর নেওয়া। তাও ঠিকমতো দেওয়া হয় না। সম্প্রতি কোভিড হাসপাতালে, মেডিক্যাল কলেজে এক রোগী ভর্তি হওয়ার পরপরই তিনি মারা যান। কিন্তু তাঁর পরিজনেরা প্রতিদিন তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন তা জানতে টেলিফোন করলে বলা হয় রোগী সুস্থ আছেন। পরিজনেরা তারপর হাসপাতালে এলে তাঁর মৃত্যু খবর মেলে। এমনও তো হচ্ছে। সুতরাং যিনি ভর্তি হলেন, কপাল ভাল হলে তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন, আর মৃত্যু হলে দেহ ফেরত পাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই নেই। কোথায় কীভাবে তার সৎকার হল, তাও জানা যাবে না---একটি জীবনের এমন মর্মান্তিক পরিণতি।

এ বছরের শুরুতেও মানুষ ভাবতে পারেনি করোনা নামক ভাইরাসটি এমন ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকবে। উন্নত দেশগুলি এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্তদের সারিয়ে তুলতে হিমসিম খাবে। যেহেতু এই ভাইরাসকে মারার কোনো ওষুধ নেই, কোনো ভ্যাকসিন নেই, তাই মৃত্যুর ঢল নামল। জীবন থেমে গেল। উন্নয়নের কাজ স্তব্ধ হল। সবকিছু বন্ধ করে মানুষেক গৃহবন্ধি রেখে চেষ্টা চলল সংক্রমণ রোধের। এখনও সেই চেষ্টাই চলছে। ১৩০ কোটি মানুষের ভারতও করোনার রোষে পড়ল। ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলিতে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ল। জীবন তছনছ করে দিল। পশ্চিমবঙ্গ এমনই একটা অঙ্গরাজ্য যেখানে এখন করোনার দাপাদাপির চলছে। প্রথম প্রথম লকডাউন করে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছিল---ফলেও মিলেছিল। তারপর রশিটা আলাগা করে দেওয়ায় অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করল। এখন স্বাভাবিক জীবনে কবে ফিরে আসা যাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। জীবনে চলার ছন্দটাই নষ্ট করে দিয়েছে এই ভাইরাস।

প্রতিটি পরিবারের এখন একটাই চিন্তা---সামনে যে দিনগুলি আসছে, তা কী এই জীবন- মৃত্যুর লড়াইয়ের মধ্যেই কাটাতে হবে না, এমন কোনো খবর নিয়ে আসবে যা মানুষকে একটু স্বস্তি দেবে, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি মিলবে? সারা বিশ্ব এখন তাকিয়ে আছে করে এই ভাইরাসের করাল গ্রাস থেকে মুক্তির প্রতিষেধক, ভ্যাকসিন বা টিকা মিলবে। সেই দিনটি যত দূরে থাকবে, তত মৃত্যুর মিছিল চলতেই থাকবে। ভারত এই প্রতিষেধক বার করতে অনেক অগিয়ে আছে। এখন শুধু দিন গোনা, তা যাতে অন্তহীন না হয়, তাই এখন সবার কামনা। প্রতিদিন এ ব্যাপারে নানা খবর শোনা যাচ্ছে—তাই নিয়েই মানুষ এখন আশায় বুক বাঁধছে।

চিকিৎসকেরা, বিশিষ্টজনেরা এই করোনা চিন্তা থেকেই নিজেদের মুক্ত রাখতে নানা উপদেশ দিচ্ছেন---বলছেন গৃহবন্দি থেকেও নিজেদের স্বাভাবিকি রাখার চেষ্টা করুন, বই লড়ুন, বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে অতীত স্মৃতি মন্থন করুন, কোনো না কোনো সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখুন, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্পে মাতুন ইত্যাদি। কিন্তু করোনা ভয়, করোনা আতহক এমনভাবে মনে ঢুকে রয়েছে যে তা সরিয়ে এই উপদেশাবলী মেনে চলা কঠিন। আজকাল বন্ধুবান্ধবেরসঙ্গে কোনো কথা বলে একটু হালকা হওয়ার চেষ্টা করলেও, সেই করোনার কথাই চলে আসছে। সবার আগে জানতে চাওয়া হয় ওই অঞ্চলে করোনার প্রকোপ কীরম। কতজন আক্রান্ত হয়েছে, কতজন সুস্থ আর মৃত্যুর পরিসংখ্যান। কথায় জীবনের অন্য দিকগুলিধরতে গেলে আসেই না। ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, পরিবারের অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। ঘুরেফিরে সেই করোনা আর করোনা। করোনা আতঙ্ককে জয় করার শক্তিও যেন মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। একটা বিষণ্ণতা এসে গ্রাস করেছে তাদের। পাড়ায় যদি কারো করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে, তাহলে পুরো ঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যদের দেখলেই অন্যত্র সরে যায় পাড়ার লোক। চেনা মানুষগুলি হঠাৎই অচেনা হয়ে যায়। কারোনা সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে, কথা বলা তো দূরস্থান---ভাবটা এমন যে এই বুঝি করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেল সে।

প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই প্রাইভেট চিকিৎসকরা রোগী দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। চেম্বারে তালা। করোনা ছাড় অন্য অসুখে কেউ আক্রান্ত হলেও তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না। সোজাসাপটা উত্তর 'রোগী দেখা বন্ধ করে দিয়েছি'। তাহলে কোথায় যাবেন আপনি? আপনার পরিবারের চিকিৎসক, যাঁকে অসুখ বিসুখে ডাকলেই হাতেরকাছে পাওয়া যায়, তিনি খেন অসুখেরকথা শুনে মুখ ফিরিয়ে থাকছেন। কোভিড সন্দেহেই বেশিরভাগ প্রাইভেট চিকিৎসক হাত গুটিয়ে বসে। এইসব চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা বলছেন এখন উপসর্গহীন প্রচুর করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তাই কী করে বোঝা যাবে যাকে চিকিৎসা করার জন্য ডাকা হচ্ছে, তিনি সংক্রমণমুক্ত কিনা?

শহরে ফুলবাগান অঞ্চলের একজন নাম করা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, একদা কলকাতায় নামি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন, বললেন, করোনার দাপটি শহরে বৃদ্ধি পাওয়ার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি তার চেম্বারে তালা ঝুলিয়েছেন। অবস্থা স্বাভাবিকের পথে না এলে ওই তালা আর খোলা হবে না। এস সি কুণ্ডু নামে ওই চিকিৎসক এখন গৃহবন্দি। তাঁর দুই ছেলে বিদেশে। একজন আমেরিকায়, আরেকজন লন্ডনে। আমেরিকারয় যিনি, তিনি একজন চিকিৎসক। ডক্টর কুণ্ডু বললেন, দুই ছেলে, পুত্রবধূ ও নাতিনাতনিদের চিন্তায় তাঁর ঘুম ছুটে গেছে। কারণ এই দুই জায়গাতেই করোনা বিরাট থাবা বসিয়েছে---আমেরিকা আক্রান্ত এবং মৃত্যুর নিরিখে সবার শীর্ষে। বারাকপুরের ৯৩ অতিক্রম করা এক চিকিৎসক ডক্টর ভোলানাথ শূর, যিনি এই বয়সেও এখন নিয়মিত রোগী দেখেন, বলছেন, 'এখন আর চেম্বারে বসি না। কেই অসুস্থ (করোনা নয়) হয়ে টেলিফোন করলে নিদান বলে দিই। বললেন, 'শেষ পর্যন্ত এই মারণ ভাইরাসের হাত থেকে পরিত্রাণ মিলবে কিনা জানি নে। সর্দি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, গলাব্যথা সারা বছর কার না হয়? শীতের শেষে হঠাৎ গরম পড়লে, আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে অনেকেরই সর্দি-জ্বর হয়। কোনো ওষুধের প্রয়োজন পড়ে না। এমনি চলে যায়।

আর এখন? পরিবারের কোনো সদস্য একটা হাঁচি দিলেই আতঙ্ক নেমে আসে। গা গরম কিনা বার বার হাত লাগিয়ে দেখা হয়। এখন এই উপসর্গগুলি দেখা গেল আগের মতো এমনিতেই চলে যাবে—এই ভাবনায় বসে থাকলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তার লালারসের পরীক্ষা করার নির্দেশ আসবে। পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এলে স্বস্তি-আর পজিটিভ হলে, তার স্থান হাসপাতাল। ভর্তি হওয়ার পর আপনজনকে সে দেখতে পাবে না---তারাও সংক্রমিত কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। চিকিৎসকেরাও নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীরাই তার বন্ধু। তাও তারা পিপিই পরে তার কাছে আসবে—ওষুধ দিয়ে চলে যাবে। মুম্বাইয়ের নানাবর্তী হাসপাতালে শয্যার শুয়ে কোভিড আক্রান্ত বিশ্ববরেণ্য অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন সম্প্রতি বলেছেন, এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। চিকিৎসকেরা পিপিই পরে কাছে আসছেন, দেখে মনে হয় যেন রোবট। জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে এমন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে এসে পড়তে হবে তা ভাবিনি।

করোনা আতঙ্ক এমন স্তরে যে যারা বিত্তশালী কোটিপতি, বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারাও করোনার খপ্পের পড়বেন না, বলতে পারছেন না। ভয় তাদেরও নিত্যসঙ্গী। তারাও সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসকদের নির্দেশমতো দিন অতিবাহিত করছেন। কলকাতা শহরের আবাসনে অথবা বাড়িতে এমন অনেক বৃদ্ধবৃদ্ধারা আছেন যাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে থাকেন। বছরে একবার বা দু'বার এসে মা-বাবাদের দেখে যান। এখানে তারা আতঙ্ক নিয়ে কদিন কাটাচ্ছেন আবার বিদেশে ছেলেমেয়েদের জন্যও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কারণ সেখানেও করোনার আক্রমণ তীব্র। এই বৃদ্ধবৃদ্ধারা কিন্তু অসহায়, তাদের খোজখবর নেওয়ার কেউ নেই। আত্মীয়স্বজনেরাও লকডাউনের ঠেলায় এসে তাদের দেখে যাওয়ার সুযোগ পান না। এরা কেউ করোনায় আক্রান্ত হলে সমূহ বিপদ। সারা দিনরাত দুর্ভবানা নিয়েই এঁরা দিন কাটান।

সরকার করোনার সংক্রমণ রোধে এবং আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থাদি নিয়েছে, তা যদি ঠিক ঠিক মতো কার্যকরী করা হত, তাহলে করোনা রোগী এবং তাদের পরিজনদের নিদারুণ দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হত না। করোনার মৃত মানুষ বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে, তাদের সংকারের ব্যবস্থা করতে দিন ফুরিয়ে যায়। এমন ঘটনা শহরে আজকাল প্রায়ই ঘটছে। চিকিৎসা নিয়ে চরম অব্যবস্থার বেশ কিছু ঘটনা সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ঘটল-প্রাচীন এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটির অনেক সুনাম ছিল। এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কথা শুনলে এখানকার অব্যবস্থার কথাই আগে মনে আসে।

আগস্ট মাসে সাতদিন সারা রাজ্যে সম্পূর্ণ লকডাউন-২৪ দিন সবকিছু খোলা থাকবে। মানুষও দোকানপাট, হাটেবাজারে, শপিংমল, বিগবাজারে, যানবাহনে ভিড় জমারে আগের মতো। সংক্রমণ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তাই এখন দেখার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ : মো. নূরুল ইসলাম সুজন

ঢাকা, ১ আগস্ট (হি.স.): বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সুসম্পর্ক রয়েছে, বহু চেষ্টা করেও সেই সম্পর্ক কখনই নষ্ট করা যাবে না। তাছাড়া ভারতের সঙ্গেই বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশি। ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কও এখন অত্যন্ত আন্তরিক ও নিবিড়। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে এমনই অভিমত পোষণ করেছেন বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন। ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ রেলওয়েকে ১০টি লোকোমোটিভ উপহার হিসেবে দেওয়া, বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক ও উভয় দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন। ভারতের পক্ষ থেকে ১০টি লোকোমোটিভ উপহার দেওয়া প্রসঙ্গে রেলপথ মন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীর প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ।

হিন্দুস্থান সমাচার : বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?

রেলপথ মন্ত্রী : বর্তমানে বাংলাদেশে রেলে লোকোমোটিভ সল্পতা রয়েছে। বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাই। তিনি বলেন, আগে জানাওনি কেন? আমরা আপাতত ভারত থেকে কয়েকটি লোকোমোটিভ ধার হিসেবে আনতে পারি। এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর কাছে ধার হিসেবে ১০টি মিটারগেজ ও ১০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ চান। আর ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে লোকোমেটিভ উপহার হিসেবে দিতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু মিটারগেজ লোকোমোটিভ অনেক পুরানো তাই আমরা আনিনি। কতটা আন্তরিক সম্পর্ক থাকলে এক দেশের প্রধানমন্ত্রী আর এক দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধার চাইতে পারেন। হাজারো চেষ্টা করে এ সম্পর্ক নষ্ট করা যাবে না। আ প না দে ব. কে ও অপপ্রচারকারীদেব. শনাক্ত করার অনুরোধ করছি।

হিন্দুস্থান সমাচার : ভারতের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বাড়াতে কী ধরনের পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে?

রেলপথ মন্ত্রী: ভারতের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বাণিজ্য সম্পর্ক বেশি। বর্তমানে ভারতের সব রেললাইন ব্রডগেজ। এছাড়া মিটারগেজ এখন বিশেষ কোথাও চলে না। কম প্রশস্ত রেললাইন হওয়ায় রেলের গতি বাড়ানো যায় না এবং মিটারগেজ কোচে যাত্রী ও মালপত্র কম পরিবহন করা যায়। তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করে দেশের সমস্ত রেল লাইন ডুয়েল গেজে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ মিটার ও ব্রডগেজ উভয় ট্রেন চলাচল করতে পারবে। এতে রেলের গতি ও পরিবহন ক্ষমতা বাড়বে এবং ভারতের সঙ্গে রেল যোগাযোগ সহজ হবে। তিনি বলেন, ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের আগে ভারতের সঙ্গে যতগুলি রেল রুট ছিল সেগুলি আবার চালু করা হচ্ছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিমধ্যে চালু করা সম্ভব হয়েছে। আর কয়েকটির কাজ চলছে। এছাড়া ভারতের অনুদানে আখাউড়া-আগরতলা নতুন রেল লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে।

হিন্দুস্থান সমাচার: বিরোধীদের মতে, বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে চলছে, আপনার কী অভিমত?

রেলপথ মন্ত্রী : একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল আছে, যাঁরা ভারত বিরোধী ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে রাজনীতি করে। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তিনি বলেন, আমরা অকৃতজ্ঞ না। আমরা ভুলিনি ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মহলে সমর্থনের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী কীভাবে চেষ্টা করেছেন। এক'কোটি শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমরা তা ভুলিনি। এমনকি মিত্র বাহীনি হিসেবে ভারতের বহু সৈন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন। এই জন্যই সব-সময় বলি, ভারতের সঙ্গে আমরা রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রতিবেশীর সঙ্গে সু-সম্পর্ক রাখার যে নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন আমরাও সেই রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। জাতির জনকের সেই পররাষ্ট্রনীতিতেই আমরা চলছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে জঙ্গিবাদ সরবরাহে বিশ্বাসী নই আমরা। যতই চেষ্টা করা হোক জাতির জনকের সেই সৌহার্দের পররাষ্ট্রনীতি থেকে আওয়ামী লীগ তথা বর্তমান সরকারকে সরানো যাবে না। তিনি আরও বলেন, আইএসআই অনেক চেষ্টা চালিয়েছিল বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে ঘাঁটি গড়ার। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেওয়ায় তারা বাংলাদেশের মাটি থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। জননেত্রীর একটাই কথা, বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে কাউকে কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঙ্গিকর্মকান্ড চালাতে দেওয়া হবে না। মন্ত্রী বলেন, ভারত আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। আমাদের চাল, ডাল, পিঁয়াজ, রশুন, আদা, গরম মশলা, কলকারখানার কাঁচামাল যখন যা লাগে সবই আসে ভারত থেকে। ব্যবসায়ীরা যেখানে কম দামে পাবে সেখান থেকে মালপত্র কিনবে। ভারত থেকে কম দামে পায় বলে তাঁরা সেখান থেকে কেনেন। তাই ভারত বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর রাজনীতি যারা করেন, তাদের চিনতে হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার : ভারত থেকে পণ্য পরিবহণে রেল কতটা ভূমিকা রাখতে পারে ?

রেলপথ মন্ত্রী : করোনা প্রকোপের শুরুতে রেলপথ বন্ধ থাকলেও গত দু'মাস ধরে সব পণ্য রেলই পরিবহণ করছে। পার্সে স্পেশাল ট্রেন, কন্টেইনার ট্রেন-সহ সব ধরণের পণ্যই ভারত থেকে রেলের মাধ্যমে আসছে। এখন থেকে ব্যবসায়ীদের চাহিদা মতো ভারতের সঙ্গে সমস্ত ধরনের পণ্যবোঝাই ট্রেন চলাচল করবে। তবে যমুনা নদীর উপরে বঙ্গবন্ধু রেল সেতু না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পর্যন্ত ভারত থেকে রেলে পণ্য আনা হবে। আর রেল সেতুর কাজ দু'এক মাসের মধ্যে শুরু হবে। ওই রেল ব্রিজের কাজ শেষ হলে এবং টঙ্গী থেকে আখাউড়া মিটারগেজ লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তরিত হলে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগরতলায়ও যে কোন ট্রেন যেতে পারবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়ে মজুত তামাকজাত দ্রব্য উদ্ধার করে। ছবি- নিজস্ব।

মণিপুরে শহিদ এআর-এর জওয়ান প্রণয় কলিতার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী, শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা, দিলেন ২০ লক্ষ টাকার চেক

গুয়াহাটি, ২ আগস্ট (হি.স.) : মণিপুরে জঙ্গি হামলায় শহিদ আসাম রাইফেলস-এর জওয়ান প্রণয় কলিতার বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। সঙ্গে ২০ লক্ষ টাকার এককালীন সাহায্যের একটি চেক শহিদ প্রণয়ের পত্নী জুমির হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, পাটাসারকুচির বিধায়ক পবিন ডেকা সহ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে রবিবার বরপেটা জেলার পাঠশালায় ঘাটবর গ্রামে শহিদ প্রণয় কলিতার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। বাড়িতে প্রণয় কলিতার প্রতিচ্ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তিনি প্রণয়ের শোকসন্তপ্ত মা, বাবা, পত্নীর সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। শহিদের পত্নীর হাতে ২০ লক্ষ টাকার এককালীন সাহায্য প্রদান করে প্রণয় কলিতার দুই কন্যাশিশুর পড়াশুনার খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া শহিদ প্রণয় কলিতার বাড়িগামী প্রায় ৪০০ মিটার কাঁচা রাস্তাকে পাকা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেখানে মা বাবা, পত্নী এবং গ্রামের মানুষের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রণয় কলিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আত্মবলিদান দিয়েছেন। দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন প্রণয়। তাঁর আত্মবলিদান বিফলে যাবে না। তিনি বলেন, জীবদ্দশায় শহিদ প্রণয় কলিতা দেশপ্রেমের যে নিদর্শন রেখে গেছেন তা দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ। তাঁর এই ত্যাগ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতার সেবা রাজ্যের জনসাধারণকে গৌরবান্বিত করেছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ জুলাই রাতে তিন জঙ্গি সংগঠন মণিপুর নাগা পিপলস ফ্রন্ট, পিপলস লিবারেশন আর্মি এবং ইউনাইটেড লিবারেশেন ফ্রন্ট অব অসম স্বাধীন-এর গুলি ও বোমা হামলায় আসাম রাইফেলস-এর চতুর্থ ব্যাটলিয়নের প্রণয় কলিতা (নম্বর ৪১২১৬০, এইচএভি/জিডি), রতন সালাম (নম্বর ৫০০৯৫৭৪, আরএফএন/জিডি) এবং মেথনা কন্যাক (নম্বর ৫০০৫৮৩৯, আরএফএন/জিডি) শহিদ হয়েছেন। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘায়েল হয়েছেন পাঁচজন। তাঁরা সুবেদার এস হাওকিপ, হাবিলদার নিতুল শর্মা, রাইফেলম্যান বিবেকানন, রাইফেলম্যান সন্দির কুমার এবং সেপাই আনিস কুমার (আর্ময়)। প্রণয় ছাড়া বাকি দুই শহিদ নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের বাসিন্দা।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের উন্নয়নে ব্যর্থ বিধায়ক আজিজ, অভিযোগ কংগ্রেস নেতা সিদ্দেকের

করিমগঞ্জ, ২ আগস্ট (হি.স.) : ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আর খুব দেরি নেই। দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সব কিছু ঠিক থাকলে ২০২১-এর এপ্রিল-মে মাসে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। এমন সম্ভাবনা ধরে নিয়ে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সরগরম হতে শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি দিয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রতিশ্রুতিগুলো বস্তাবন্দি করে দেওয়াই হলো রাজনৈতিক নেতাদের স্বভাবসিদ্ধ পরিচয়। এদিকে অসম বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক আরোপ-প্রত্যারোপের লড়াইটাও বেশ জমে উঠেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদ রাজ্য সরকার এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জের এআইইউডিএফ বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানকে খোঁচা দিয়ে বলেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে দক্ষিণ করিমগঞ্জে বহু সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা অনেকটা এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এমন-কি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভার প্রাণকেন্দ্র নিলামবাজরকে একটি টাউনশিপ হিসাবে গড়ে তোলারও রূপরেখা তৈরি করেছিলেন তিনি। কিন্তু বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার অভাব ও বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের অকর্মণ্যতার কারণে সকল পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে।

সিদ্দেক অভিযোগ করে বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক রাজ্য সরকারের হাতের পুতুল হয়ে আছেন। নিজের এলাকার উন্নয়নে কিছু করার কোনও ক্ষমতাই নেই বর্তমান বিধায়কের। বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের অকর্মণ্যতার জন্যই, কংগ্রেস আমলে গৃহীত সকল পরিকল্পনা মাঝপথেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ তুলেন প্রাক্তনমন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ। তিনি বলেন, স্থানীয় বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের চরম নিষ্ক্রিয়তায় দক্ষিণ করিমগঞ্জের একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে প্রাক্তনমন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের দাবি, শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন দক্ষিণ করিমগঞ্জের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মঞ্জুরি এনেছিলেন তিনি। বিশেষ করে ২০১৬ সালে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধানসভা কেন্দ্রের আওতাধীন কেউটকোণা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর রুপারগুলে প্রায় চারশো বিঘা জমির উপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট গড়ে তোলার কাজ অনেকটা এগিয়েছিল। প্রায় দুশো কোটির এই প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত ওই জমিতে তৎকালীন জেলাশাসককে সঙ্গে নিয়েই শিলান্যাস করেছিলেন তিনি। একই সঙ্গে কুড়ি কোটি টাকা ব্যয়ে নিলামবাজারে কমার্শিয়াল এস্টেট গড়ে তোলার কাজেও হাত দিয়েছিলেন। এই প্রকল্পেরও শিলান্যাস করেছিলেন তিনি নিজে। তাছাড়া দক্ষিণ করিমগঞ্জে তিনটি নতুন সিডি ব্লক স্থাপনে সরকারি নোটিফিকেশন জারি করিয়েছিলেন। এই সিডি ব্লকগুলো স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত জমিও খোঁজে বের করা হয়েছিল। কায়স্থগ্রাম, বিনোদিনী ও মেদলে তিনটি ব্লকের শিলান্যাস করেছিলেন তিনি। একইভাবে পূর্ব বালিয়ায় একটি কমিউনিটি হাসপাতালের শিলান্যাসও করেছিলেন। হাসপাতালের কাজ অনেকটা অগ্রগতি আসলেও পরবর্তীতে আর হয়নি।

তিনি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে সরকার পাল্টে যাওয়ায় রহস্যজনকভাবে প্রকল্পগুলো মাঝপথে আটকে পড়েছে। প্রাক্তনমন্ত্রী সিদ্দেক আহমদ বলেন, রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের একমাত্র সদিচ্ছার অভাবেই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো রুপায়ণে আজ পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বিশেষ করে স্থানীয় বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান দক্ষিণ করিমগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নে কোনও ধরনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেননি বলেও অভিযোগ তুলেন সিদ্দেক।

হোজাইয়ে পুলিশ সহ তিন সংগঠন ঠেকিয়ে দিয়েছে বাল্যবিবাহ

হোজাই (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : গোপানে খবর পেয়ে মধ্য অসমের হোজাইয়ে বাল্যবিবাহ ঠেকাতে সক্ষম হল পুলিশ সহ জেলার তিন সংগঠন। হোজাইয়ের কাকি এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। হোজাই জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, চাইল্ডলাইন এবং পুলিশ প্রশাসন সম্মিলিতভাবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত এই অভিযানে ৬০ টিরও বেশি বাল্যবিবাহ রদ করতে পেরেছেন পুলিশ ও দুই সংগঠনের কর্মকর্কতারা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শনিবার রাতে জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, চাইল্ডলাইন এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়া হয়েছে। কাকি এলাকায় ১৪ বছর বয়সের এক নাবালিকার বাবা মা বয়স্ক এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য তোড়জোড় চালাচ্ছিল। এ কথা জানতে পেরে মেয়েটি তার সমবয়সি প্রেমিকের সঙ্গে সে পালিয়ে যায়। মেয়েটি তার প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ের পিড়িতে বসার সিদ্ধান্ত নেয়। এই খবর পেয়ে জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, চাইল্ডলাইন এবং পুলিশ বিয়ে হওয়ার আগেই বিয়ে রুখে দেয় এবং নাবালিকা মেয়েটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়। এর পর মেয়েটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর তাকে তার মা বাবার কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে চাইল্ডলাইন একটি মামলা দায়ের করেছে। অন্যদিকে জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সাধারণ সম্পাদিকা তথা ম্যাজিস্ট্রেট প্রণীতা মরান দুই পক্ষকে সোমবার আদালতে হাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

করোনা জয়ী অমিতাভ

মুম্বই, ২ আগস্ট (হি. স.): করোনা থেকে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতার পুত্র অভিষেক বচ্চন। নিজের টুইট বার্তায় অভিষেক জানিয়েছেন যে করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পরে নানাবতী হাসপাতালে থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় অমিতাভকে। পিতার আরোগ্যের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

কয়েকদিন আগে ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং কন্যা আরাধ্যার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুত্রবধুর আরোগ্য লাভের খুশিতে সামাজিক মাধ্যমে টুইট করেন বিগ বি। যদিও এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অভিষেক বচ্চন।তার সাম্প্রতিক রিপোর্ট নেগেটিভ আসেনি।

জুনিয়র বচ্চন জানিয়েছেন তার শরীরে করোনার কিছু লক্ষণ এখনও রয়েছে।সেই কারণে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবেন আরও কয়েকদিন। অমর সিং এর প্রয়ানে শোক প্রকাশ করেছেন তিনি।

দিল্লিতে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ৯৬১

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.): করোনার দাপট অব্যাহত রাজধানী দিল্লিতে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে মারণ এই রোগে আক্রান্ত ৯৬১। ওই সময়ের মধ্যে দিল্লিতে নিহত ১৫। সবমিলিয়ে দিল্লিতে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০৪ ।আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৭৬৭৭। বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১১৮৬।

রবিবার বিকেলে জারি করা স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে করোনা থেকে সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১২৩৩১৭। দিল্লিতে এখন সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১০৩৫৬ ।ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা ৪৯৬। ৫৬৬৩ জনকে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১০৬৩৬৬৯।

করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালুর সবুজ সংকেত, খুশি শিক্ষানুরাগী মহল

পাথারকান্দি, ২ আগস্ট (হি.স.) : অসমের ১৬টি কলেজের মধ্যে বরাক উপত্যকার একমাত্র পাথারকান্দি কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালু করার সবুজ সংকেত দিয়েছে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর। গতকাল শনিবার দিশপুরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করে পাথারকান্দির শিক্ষানুরাগী মহলে।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম পাথারকান্দির মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্নাতক কোর্সে বিজ্ঞান শাখা চালু হওয়ায় এলাকার বহু পড়ুয়া ভীষণ উপকৃত হবেন আশা ব্যক্ত করে উচ্ছ্বসিত শিক্ষানুরাগী মহল। বিগত দিনে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বহু গরিব পড়ুয়াদের মেধা থাকা সত্ত্বেও জেলা সদরে গিয়ে বিজ্ঞান শাখায় পড়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২০১৬ সালে পাথারকান্দির বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে কৃষ্ণেন্দু পাল শুরু থেকেই পাথারকান্দি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শিক্ষাবিদ কমরুল হকের স্বপ্নের কলেজে বিজ্ঞান শাখা চালুর ব্যাপারে তদবির চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে একাধিকবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দরবার করেছেন বিধায়ক পাল। ফলস্বরূপ পাথারকান্দিবাসীর স্বপ্ন আজ সাকার হওয়ার পথে।

উদ্ধব ঠাকরে নিন্দায় সরব অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতি

মুম্বই, ২ আগস্ট (হি. স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে নিন্দায় সরব হলেন অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতি। আগামী ৫ আগস্ট বুধবার অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভূমি পুজো। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে দাবি করেছিলেন যে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভূমি পূজার যাবতীয় আয়োজন এবং কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা হোক। এমন ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে এসব হল অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতি। রবিবার সমিতির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র নন্দ সরস্বতী জানিয়েছেন, অতি উচ্চাঙ্গ থাকা এক নেতার পরম্পরা বহনে অক্ষম উদ্ধব। তার কাছে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভাষা রাজনীতির মত শোনাচ্ছে। সারাজীবন কনভেন্টে লেখাপড়া করা উদ্ধব ভার্চুয়াল আর রিয়ালের মধ্যে ফারাক বুঝতে পারছেন না। নাম না করে কংগ্রেসের সঙ্গে শিবসেনার সম্পর্ককে কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন, ইতালীয় ব্যাটেলিয়নের কোলে আশ্রয় নিয়েছে উদ্ধব। ভূমিকে স্পর্শ না করে কখনো ভূমি পুজা হতে পারে না।আগামী দিনে অযোধ্যা ভারতের আধ্যাত্মিক রাজধানীতে পরিণত হবে। রাম রাজ্যের পথ দেখাবে অযোধ্যা।বহু শিল্পপতি মন্দির নির্মাণের অর্থ দানের জন্য এগিয়ে এসেছে। অযোধ্যার সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এর জন্য সদর্থক পদক্ষেপ নিতে উৎসাহী শিল্পপতিরা।

করোনা ইরানে ১৭ হাজার ছাড়ালো মৃতের সংখ্যা

তেহরান, ২ আগস্ট (হি. স.): ইরানে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে বিগত ২৪ ঘণ্টায় সেদেশে মারণ এই মহামারীতে ২০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ১৭ হাজারের বেশি।

সে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে সীমা সাদাত লারি জানিয়েছেন, দেশজুড়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ২৬৮৫। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৯৪৩৭। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৬৮০০০।নিহত ১৭১৯০। আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে আগামী দিনে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনা।সে দেশের প্রেসিডেন্ট হাসান রাওহানি জানিয়েছেন, মহামারীর আরেকটা ধাক্কায় বিপর্যস্ত দেশের একাধিক রাজ্য।

বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য ১৫০ বিমান চালানো হবে

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.): করোনার জেরে ভারতে আটকে পড়া বিদেশি নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগস্ট মাসে ১৩০ র বেশি বিমান চালাবে এয়ার ইন্ডিয়া।অন্যদিকে বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রায় ১৫০ মত বিশেষ বিমান চালাবে রাষ্ট্রায়ত্ত এই অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থাটি। এয়ার ইন্ডিয়ার এমন পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে হচ্ছে যে আগস্ট মাসেও স্বাভাবিক হবে না আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত বিদেশে আটকে পড়া ১০ লক্ষ ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রায় ৬ লক্ষ নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দে ভারত মিশন প্রকল্পের আওতায় ১৫ আগস্ট বাদ দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই নিয়ে আসো নিয়ে যাবার প্রক্রিয়া চালু থাকবে। মুম্বই, হায়দ্রাবাদ, চন্ডিগড়, বেঙ্গালুরু, দিল্লি থেকেই বিশেষ বিমান পরিষেবা চালানো হবে। ভারতে এই মুহূর্তে যেসব দেশের নাগরিকরা আটকে রয়েছে সেইসব দেশ হল ব্রিটেন, আবুধাবি, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, হংকং, চিন, সিঙ্গাপুর।পাশাপাশি এই সকল দেশে আটকে পড়া ভারতীয়দেরও দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।

করোনায় আক্রান্ত উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম গারলোসার দেহরক্ষী

হাফলং, ২ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার দেহরক্ষী এবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ডিমা হাসাও জেলায় এবার গণ সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শনিবার ডিমা হাসাও জেলায় ১৪ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পরে। এর মধ্যে রয়েছেন ৩ পুলিশ কর্মী। এই তিনজনের মধ্যে ২ জন হচ্ছেন হাফলং থানার পুলিশ কর্মী। এক জন হচ্ছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল গার্লোসার পিএসও।

তাছাড়া গভীর উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে বড়হাফলঙের এক ননকোভিড মহিলা রোগীর দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পরে হাফলং সরকারি হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে। গত ২৭ জুলাই থেকে এই রোগীর চিকিৎসা চলছিল হাফলং সরকারি হাসপাতালে। এমন-কি এই রোগীর কিছু দিন আগে অস্ত্রপচারও করা হয়েছিল। শনিবার রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এই রোগীর দেহে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মেলে। এবার ওই রোগীর সংস্পর্শে আস সকলের কোভিড পরীক্ষা করা হচ্ছে। সিল করে দেওয়া হয়েছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ড।

এছাড়া ডিমা হাসাও জেলার বাইরে থেকে আগত কিছু লোকের দেহেও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পরেছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৯৭

ছয়ের পাতায়

রবিবার সন্ধ্যা থেকে আনলক-৩, কেন্দ্র-নির্দেশিত নয়া বিধি বলবৎ অসমেও

গুয়াহাটি, ২ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর অতি সতর্কতা অবলম্বন করে ঘোষণা করেছে আনলক-৩। কেন্দ্রীয় নির্দেশনাবলি রাজ্যে কার্যকর করতে অসম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর তৎপর হয়েছে। সে অনুযায়ী আজ রবিবার সন্ধ্যারাত ৭.০০টা থেকে নয়া নির্দেশনাবলি বলবৎ হবে।আনলক-৩ অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহের সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৭.০০টা থেকে অপরাহ্ন ৫.০০ পর্যন্ত রাস্তার এক পাশের দোকানপাট খোলা যাবে। একদিন অন্তর অন্তর পাশ বদল হবে। তাছাড়া মল, জিমনেশিয়ামগুলোও সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত একই নিয়মে রাস্তার এক পাশে খোলা থাকবে। শনি ও রবিবার বাদ দিয়ে সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে রেস্টুরেন্টগুলিও কোভিড প্রটোকল এবং মুখে মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব নীতি মেনে খুলতে পারবেন মালিকরা। কোভিড প্রটোকল মেনে খোলা যেতে পারে হোটেলও।

এছাড়া সপ্তাহের দু-দিন বিশেষ করে সোম এবং মঙ্গলবার আন্তঃ জেলা ভ্রমণে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বিশেষ কোনও অনুমতির প্রয়োজন থাকবে না। অন্যদিকে ব্যাংক, বিমা সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকর কার্যালয়ে আধিকারিক ও কর্মচারীদের ১০০ শতাংশ উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

আনলক-৩-এর নির্দেশিকা, সামাজিক দূরত্ব মেনে প্রকাশ্য স্থানে খেলাধুলো অনুষ্ঠিত করতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা। তবে সিনেমা হল, পার্ক, সর্বজনীন প্রেক্ষাগৃহ, সুইমিং পুল, বার ইত্যাদি বন্ধ থাকবে। বেশি মানুষের সমাগমস্থল সামাজিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া, মনোরঞ্জন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি বন্ধ থাকবে বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। তাছাড়া সন্যাথা ৬.০০টা থেকে পরেরদিন সকাল ৬.০০টা পর্যন্ত জনসাধারণের যাতায়াতে পূর্ববৎ নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। তদুপরি, শনি ও রবিবার দিবারাত্র যাতায়াত বন্ধ থাকবে, মানে সপ্তাহের এই দুদিন লকডাউন।

রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ব্যবহৃত পিপিই কিট পড়ে থাকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ পরিবেশবিদদের

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি. স.): শহর কলকাতাজুড়ে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু এরই মধ্যে মহানগরের রাজপথে যত্রতত্র পরে থাকতে দেখা যাচ্ছে ব্যবহার করা পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট(পিপিই কিট), মাস্ক এবং দস্তানা। ফলে তার জেরে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পরিবেশবিদরা।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুমিতা বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের তরফ থেকে একাধিকবার বলা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে শহরের যত্রতত্র পড়ে রয়েছে ব্যবহার করা পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট। ফলে এর থেকে সংক্রমণ বৃদ্ধি হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। গোষ্ঠী সংক্রমণ এবং বাতাসে করোনা ভেসে থাকার যেসব সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে জনস্বাস্থ্য- এ উদাসীনতার কোনও জায়গা নেই। সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর চত্বরের ঠিক বাইরে ব্যবহার করা পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। প্রাতঃভ্রমণকারীরা দেখেছে। এই ব্যবহৃত বর্জ্যগুলি সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পৌর সংস্থার।কিন্তু প্রশাসনের উদাসীনতা চোখে পড়ছে।

পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারকে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ব্যবহৃত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পড়ে থাকার পাশাপাশি এখন বহু করোনা রোগী নিজের বাড়িতে হোম কোয়ারান্টিনে রয়েছেন। তাদের বাড়ির দৈনন্দিন বর্জ্য পরিষ্কার করার কোন উদ্যোগ পৌরসভার তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে না। একই ছবি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে দিক নির্দেশ জারি করেছে তা আদৌ কতটা মেনে কাজ করছে পৌরসভাগুলি তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এমনকি সাফাই কর্মীদের দুরবস্থা চোখে পড়ার মতো। খুবই সামান্য একটা মাস্ক পরে তারা সাফাই কাজ করছে। এখনো পর্যন্ত হোম কোয়ারান্টিনে থাকা করোনা রোগীদের বাড়ি থেকে কত কিলোগ্রাম বর্জ্য উদ্ধার করা গিয়েছে সেই পরিসংখ্যান পৌরসভা দিতে পারেনি। প্রতিটা পৌরসভায় সাফাই কর্মীদের ওপর নির্যাতন চলছে। মুখ খুললেই চাকরি কেড়ে নেওয়া হবে এমন হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

রাস্তাঘাটে যথেচ্ছ ব্যবহৃত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্টগুলি পড়ে থাকার বিষয়ে বলতে গিয়ে সার্ভিসেস অফ ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস জানিয়েছেন, পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট এমন উপাদান দিয়ে তৈরি যেগুলিতে করোনাভাইরাস সর্বাধিক এক সপ্তাহ পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে। ফলে রাস্তায় যদি এইভাবে এই ব্যবহৃত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্টগুলি পড়ে থাকে তাতে সংক্রমণ ছড়াবে এই বর্জ্যগুলিকে দ্রুত নষ্ট করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে প্রশাসনকে।বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনের বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট ডিসপোজাল সিস্টেম পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে দায়িত্ব দিলেও তারা কাজ ঠিক ভাবে করছেন না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, শহর কলকাতায় ব্যবহৃত মাস্ক সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন সড়কের মোড়ে হলুদ রঙের বিন বসিয়েছে কলকাতা পৌরসভা। কিন্তু পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট যেহেতু হাসপাতালে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। সেহেতু এগুলো কি নষ্ট করার দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। আর নজরদারি চালানোর দায়িত্ব প্রশাসনের। সম্প্রতি কলকাতার ময়দান চত্বরে ব্যবহৃত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পড়ে থাকতে দেখা যায়।একই ছবি দেখা গিয়েছে বেহালা চৌরাস্তায় অবস্থিত এপেক্স নার্সিংহোমের সংলগ্ন এলাকায়।এ বিষয়ে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এর আগে উত্তর কলকাতা আরজিকর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাতেও ব্যবহৃত হওয়া পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট রাস্তার উপর পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

উপসর্গহীন গণ পরিবহন চালকরাই কি তবে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ !

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি. স.): অটোর হাত ধরেই শহরে ছাড়াচ্ছে সংক্রমণ। এমনই এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল সমীক্ষায়। করোনা আবহের প্রথম থেকেই উপসর্গহীনরা দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। এবার দেখা গেল উপসর্গহীন অটো চালকদের থেকেই দক্ষিণ পূর্ব কলকাতার একটা বৃহৎ অংশে ছড়াছে সংক্রমণ। হাসপাতাল হোক কি বহুতল আবাসন, পূর্ব কলকাতারই এম বাইপাস লাগোয়া এলাকাগুলি যেন হয়ে উঠেছে মারণ ভাইরাসের হটস্পট। আর তার জেরেই ওই সব এলাকায় ক্রমশই বেড়ে চলেছে সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা। এদিকে উপসর্গহীন হওয়ায় অটো চালক নিজেরা জানতে বা বুঝতেও পারছেন না যে তাঁরা সংক্রমিত। এই অবস্থাতেই তাঁরা চালাচ্ছেন অটো। আর সেই অটো ধরে যাতায়াত করছেন যারা তাঁরাই সংক্রমিত হচ্ছেন। রোগীর পরিবার পরিজন, স্বাস্থ্য কর্মীদের একটা বড়ো অংশই অটো করে রোজ যাতায়াত করে। ফলে নিঃশব্দেই তাঁদের শরীরে বাসা বাঁধছে মারণ ভাইরাস।

কিছুদিন আগেই দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ পূর্ব কলকাতার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ক্রমেই বাড়ছে সংক্রমণ। সেখানে একটি ওয়ার্ডেই সংক্রমিত ৩৬৪ জন। একটি ফ্ল্যাটে প্রায় ৪০ জনের সংক্রমনের খবর মিলেছে। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডেই রয়েছে পাটুলি, বাঘাযতীন, কালিকাপুর, মুকুন্দপুর, রুবি এলাকার মানুষেরা। এখানের বাসিন্দারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাতায়াতের জন্য অটো কে বেছে নিচ্ছেন। এমনকি মুকুন্দপুর বা আনন্দপুরে যে সব হাসপাতাল রয়েছে সেখানকার চিকিৎসকরা থেকে শুরু করে নার্স, কর্মী মায় রুগীর পরিজনেরাও অটোতেই যাতায়াত করেন। ফলে তাঁদের হাত ধরেও হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়ছে সংক্রমণ। এই কারণেই কলকাতা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর আমাদের মন তবুও অবান্তর

শুভঙ্কর দাস

তীব্র সংকটের মধ্যেই সভ্যতার মহানুভবতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।একটা সভ্যতা কতটা মানবিক। তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের উচ্ছ্বাস কেমন পরিমাণে রয়েছে। তা বিচার করার শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে সংকট। বর্তমানে করোনারূপী সংকটের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সভ্যতার সংকট দেখা দিয়েছে। সমাজের সুবিধাভোগী, অমানবিক মুখ উন্মোচিত হয়েছে। বিগত চার মাসে একটার পর একটি ছবি আমাদের সেই ভঙ্গুর মানবিকতার রূপ প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। বিহারের মুজাফফরপুর স্টেশনে মৃত মায়ের শবের সামনে অবোধ শিশুর খেলে বেড়ানো। মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গবাদে রেলের চাকায় পিষে যাওয়া ১৬ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং লাইনের ওপর রক্তমাখা রুটির ছবি সামাজিক মাধ্যমে দৌলতে গোটা দেশের সিংহভাগ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সম্প্রতি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে বৃদ্ধ সহনাগরিকের মৃত্যুর পরেও আমাদের মন ও সত্ত্বা নির্বিকার। আমরা প্রশ্ন করতে, প্রতিবাদ করতে, সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছি।

এই তিনটে ঘটনার দৃশ্য আমাদের সামনে এসেছে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হয়ে গিয়েছে প্রতিটি ঘটনাই। কিন্তু আমাদের মন শুধু অবান্তরের দিকেই নিয়োজিত থেকে গিয়েছে। কোন নেতা দল বদল করল। সবুজ থেকে গেরুয়ায় নাম লেখালো।

শাসক দলের অভ্যন্তরে কেমন রদবদল হল। অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর পরিবারের শারীরিক অবস্থা কেমন। বলিউডে কতটা স্বজনপোষণ রয়েছে। টিকটক বড়ো না ইউটিউব।এই প্রশ্নগুলি আমরা খুঁজে গিয়েছি। কিন্তু কখনও জীবনে ন্যূনতম বেঁচে থাকার রসদ, খাদ্য বন্টন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা পরিষেবার বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি। যুক্তির স্বপক্ষের সওয়াল করিনি। রাজ্যের বেহাল সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় মাত্রাতিরিক্ত টাকা আদায় নিয়ে কখনো প্রশ্ন করিনি। হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী থাকা সত্ত্বেও কেন বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে মাধবনারায়ণ দত্তকে রেফার করে দেওয়ার পর স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হলো না। কেন পরিযায়ী শ্রমিকদের আকাশপথে এক রাজ্য থেকে নিয়ে যাওয়া হলো না। এই প্রশ্নগুলো আমাদের মনের মধ্যে দানা বাঁধেনি। আসলে এই প্রশ্নগুলোকে দানা বাঁধতে দেওয়া হয়নি। কারণ গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দিন রাত্রি ন'টায় প্রাইম টাইমে সর্বভারতীয় খবরের চ্যানেলগুলোতে অবান্তর বিষয় নিয়ে প্যানেল আলোচনা হয়। সেখানে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অসহায়তার উল্লেখ খুব কমই থাকে। গোটা সময়টাই জুড়ে থাকে পাকিস্তান,চীন,সুশান্ত সিং রাজপুত, টিক টক, হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব, প্রধানমন্ত্রী কতটা মহান মতো বিষয়গুলি। আর বাংলা খবরের চ্যানেলগুলিতে থাকে সাধারণ মানুষের ভুল ত্রুটি তুলে ধরার প্রবণতা, সঙ্গে রাজনীতি আর রাজনীতি। সেখানে প্রশ্ন করা হয় না এই দুর্দশার মধ্য বেসরকারি হাসপাতালগুলি কোন যুক্তিতে লাগামছাড়া চিকিৎসার খরচের নামে টাকা আদায় করছে সাধারণ মানুষ থেকে। কি করে মানুষ এই সকল বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে ভর্তি হয়ে ঘটি, বাটি, চটি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা অপ্রতুল। বিনামূল্যে বলে অবহেলিত হয়ে চলেছে মানুষ। অন্যদিকে পরিসংখ্যান ও শতাংশের নিরিখে মানুষের জীবনকে বিচার করা হচ্ছে। প্রতি দশ লাখে ভারতের মৃত্যুর হার বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কম বলে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় করোনা হাসপাতাল থাকলেও সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাব যে রয়েছে বনগাঁ হাসপাতালের ঘটনাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে কলকাতায় থাকা সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীদের চাপে স্বাস্থ্য কাঠামো ভেঙে পড়ার দায় হয়ে গিয়েছে। ফলে অবিলম্বে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল এবং করোনা চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও আত্মসুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, দস্তানা, মাস্ক পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে। আগামী দিনে এই মরণব্যাধির আরো বেশি ভয়াল আকার ধারণ করবে। ফলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকেও করোনা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে। প্রয়োজন পড়লে স্পেনের পথে হেটে বেসরকারি নার্সিং হোমগুলিকেও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করতে হবে। যাতে করে এই মহামারীর সময় চিকিৎসার খরচ নিয়ে অযথা যে উৎকণ্ঠা সাধারণের মনে তৈরি হয়েছে, তা দূর করা যায়।

রাজ্যের একাধিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টার গুলিতে পর্যাপ্ত পরিষেবার অভাবে অভিযোগ বারে বারে উঠেছে। সেই দিকে নজর দিতে হবে। প্লাজমা থেরাপি সঙ্গে বিপুল পরিমাণ পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে।

এমনটা না হয় হলে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের মতন অমানবিক ঘটনার ছবি আবারো ফিরে ফিরে আসবে। অবান্তর বিষয়গুলো থেকে এই পরিস্থিতিতে সকলের উচিত বেঁচে থাকার লড়াই, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারের জন্য সরব হওয়া। তবেই এই মনুষ্যত্বহীনতা থেকে মানবিক হয়ে উঠবে সমাজ। করোনা মহামারী রোধ করতে বেসরকারি সংস্থার ওপর ভরসা না করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিজেকেই সদর্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তা না হলে চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক সহ নাগরিককে আমরা হারাবো।

এমনও দেখা গিয়েছে যে করোনা ওয়ারিয়র নার্সদের ওপর স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে নেতিবাচক ভাবনা দানা বেঁধেছে। এই মানসিকতার থেকে মুক্তি পেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সের অপ্রতুলতা নিয়ে এবং অ্যাম্বুলেন্স চালকের অমানবিক আচরণ নিয়েও অনেক অভিযোগ উঠেছে। প্রয়োজনে সরকারি নিয়োগের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স চালানোর জন্য প্রশিক্ষিত লোক নিয়োগ করতে হবে। শুধুমাত্র পরিসংখ্যান দিয়ে। শতাংশের অংক কষে করোনা নির্মূল করা যাবে না। মহামারীর করালগ্রাসে যে পরিবার তার নিকট আত্মীয়কে হারিয়েছে তার কাছে পরিসংখ্যান বা শতাংশের হারের কোনো অর্থ নেই। করোনা কারণে অন্য রোগের চিকিৎসা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেগুলোকে সচল করার সময় এসেছে।

করোনা মোকাবিলায় স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োজিত করতে হবে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবীর ভাব ঢুকিয়ে দিলে দেশপ্রেম সঞ্চারিত হবে। প্রতিটা অমানবিকতার ছবি আমাদের যেন ভাবায়। আমাদের যেন কাদায়। প্রতিবাদের কণ্ঠ প্রশ্ন করার স্পৃহা থেকে যেন কখনো আমরা পিছুপা না হয়। জীবনে টিক টক, মুকেশ আম্বানির ধনী হয়ে ওঠা, অমিতাভ বচ্চনের অসুস্থতার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিজের পাড়ার, রাজ্যের ও প্রান্তিক শ্রেণী মানুষের জীবন-জীবিকা স্বাস্থ্যপরিসেবা নিয়ে ভাবা এবং সরব হওয়া।

শ্রাবণের বৃষ্টিতে ঈদ

শ্রাবণ মাস। কখনো ইলশেগুঁড়ি, কখনোবা মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাঙ ডাকছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে। আমরা ঘরে বসে আছি, আমরা স্কুলে যাচ্ছি না। এখন কেউ ছাতা আর মাস্ক ছাড়া বাইরে বেরোতে পারে না। সব জায়গায় কাদা, আর সব জায়গায় করোনাভাইরাসের ভয়। বৃষ্টি আর কাদা ভালো, ভাইরাস খুব ভয়ানক। এত কিছুর পরও গাছে গাছে কদম ফুল ফুটেছে, জুঁই ফুল সুবাস ছড়াচ্ছে। আনারস আর পেয়ারার মতো প্রিয় ফলেও ভরে গেছে চারপাশ। রুমঝুম বৃষ্টিতে মা খিচুড়ি রাঁধেন, সঙ্গে ইলিশ ভাজা। কী যে দারুণ ব্যাপার! আর এই বৃষ্টিতে ভিজতে পারার আনন্দটা কাউকে নিশ্চয়ই বলতে হবে না। তবে অতিবৃষ্টিতে বন্যাও শুরু হয়েছে। সামনে ঈদুল আজহা। তাই আমার প্রিয় গোল্লাবন্ধুদের জানাই ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আর যারা কষ্টে আছে, ওরাও যেন ভালো থাকে।

সুশান্তর স্মার্টফোন, ল্যাপটপ স্পোর্টস সাইকেল গায়েব!

সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার রহস্য ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। প্রতিদিনই পুলিশি তদন্ত নতুন মোড় নিচ্ছে। এই বলিউড তারকার মৃত্যুরহস্যের জল অনেক দূর গড়াবে, তা বলাবাহুল্য। সম্প্রতি পাটনা পুলিশ তদন্তে নেমে আরও নতুন বিষয় খোলাসা করেছে।কিছুদিন আগে সুশান্তর বাবা কে কে সিং তার ছেলের এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য রিয়া চক্রবর্তীকে দায়ী করে পাটনা থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। তাই মুম্বাই পুলিশের পাশাপাশি পাটনা পুলিশও এখন সুশান্তর মৃত্যুরহস্য সমাধান করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। আর তদন্তে নেমে পাটনা পুলিশ বেশ কিছু বিষয় সামনে এনেছে। তারা সুশান্তর সম্পত্তির তালিকা মিলিয়ে দেখেছে যে বান্দ্রায় তাঁর বাসা মন্ট ব্ল্যাংক থেকে বহু জিনিস গায়েব আছে, সব মিলিয়ে যার দাম আনুমানিক ৫০ লাখ রুপি।জানা গেছে, সুশান্তর আইফোনের কালেকশন সম্পূর্ণ গায়েব। এই বলিউড নায়কের স্মার্টফোনের বিভিন্ন মডেল সংগ্রহ করার নেশা ছিল।

কিন্তু তাঁর মন্ট ব্ল্যাংক বাসায় একটিও আইফোনের সন্ধান পায়নি পাটনা পুলিশ। এ ছাড়া সুশান্তর দুটো ল্যাপটপের মধ্যে একটা গায়েব, যার মূল্য ছিল এক লাখ রুপি। ল্যাপটপটি দুটো উচ্চমানের ক্যামেরার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই ক্যামেরা দুটিরও সন্ধান পায়নি পাটনা পুলিশ। এই ক্যামেরা দুটির প্রতিটির লেন্সের দাম ১৫ লাখ রুপি। সুশান্তর দামি স্পোর্টস সাইকেলটিও গায়েব। এই সাইকেলটির দাম ২ লাখ রুপি। এ ছাড়া এই বলিউড তারকার সব ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ডের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া আরও অনেক জিনিসের সন্ধান পায়নি পাটনা পুলিশ। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, মুম্বাই পুলিশ তাদের তদন্তে সুশান্তর গায়েব হওয়া জিনিসের তালিকা বানায়নি।এ ছাড়া সুশান্তের হিসাব থেকে ১৫ কোটি রুপি অন্য একটা হিসাবে ট্রান্সফার করা হয়েছে, যার সঙ্গে সুশান্তের কোনো লেনদেন নেই।

এই বিষয়েও তদন্ত করছে পাটনা পুলিশ।১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া সুশান্ত পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। তাঁর বড় চার বোন আছেন। ২০১৩ সালে 'কাই পো চে' দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে সুশান্তর। একই বছরে মুক্তি পায় 'শুদ্ধ দেশি রোমান্স'। ২০১৬ সালে 'ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি' মুক্তির পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি সুশান্তকে।

রিয়ার মামলা লড়বেন সালমানের আইনজীবী

সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার ঘটনাটি হঠাৎই সম্পূর্ণ নতুন মোড় নিয়েছে। সুশান্তর বাবা কে কে সিং রিয়া চক্রবর্তীসহ আরও চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এদিকে সুশান্তর প্রেমিকা রিয়া এই মামলা লড়ার জোরদার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই মামলা লড়ার জন্য তিনি খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছেন।

জানা গেছে, বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের কেসের দায়িত্ব তাঁর হাতে ছিল।

১৯৯৮ সালে সালমানের কালো হরিণ শিকারের মামলা লড়েছিলেন তিনি। এর আগে ১৯৯৩ সালে সঞ্জয় দত্তের মুম্বাই বোমা বিস্ফোরণ---কাণ্ডের মামলার দায়িত্বেও তিনি ছিলেন। সতীশমান সিন্দে নামের ওই আইনজীবী ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল আইনজীবীদের মধ্যে অন্যতম।

খবর অনুযায়ী, রিয়া নিজেকে বাঁচাতে মরিয়া।

তাই তিনি আইনজীবী সতীশমান সিন্দের শরণাপন্ন হয়েছেন। সালমান খান ও সঞ্জয় দত্তের হয়ে মামলায় লড়েছিলেন এই খ্যাতনামা উকিল। রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গভীর অভিযোগ এনে সুশান্তর বাবা পাটনা থানায় মামলা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, রিয়াই সুশান্তকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। এমনকি পুলিশ রিয়াকে গ্রেপ্তার করার জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই রিয়ার অন্তর্বর্তী জামিনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সতীশমান। রিয়া ইতিমধ্যে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেছেন।

তাঁর জুনিয়র উকিল আনদনিকে রিয়ার বাসা থেকে বের হতে দেখা গেছে।

সুশান্তর বাবা কে কে সিং সাত পাতার এফআইআর করেছেন। এই এফআইআরে সুশান্তর অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ কোটি রুপি ট্রান্সফারের কথা উল্লেখ আছে। কে কে সিং লিখেছেন, রিয়া ও তাঁর পরিবারের লোকেরা সুশান্তকে মানসিকভাবে অসুস্থ দেখাতে চেয়েছেন। সুশান্তর সঙ্গে সম্পর্কের পর রিয়ার জীবনযাপনেও পরিবর্তন আসে বলে জানিয়েছে একাধিক সূত্র। অনেকের দাবি, রিয়া সুশান্তের মৃত্যুর মামলায় দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল আইনজীবী নিযুক্ত করেছেন, এটিও সুশান্তের অর্থে। সুশান্তর থেকে অর্থ আত্মসাৎ করা না হলে বলিউডে রিয়ার যে অবস্থান বা রিয়ার যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তা দিয়ে নাকি এটা সম্ভব হতো না।

সোফির কোলে এসেছে কন্যাশিশু

গেম অব থ্রোনস তারকা সানসা স্টার্ক ওরফে সোফি টার্নারের কোলে এসেছে কন্যাশিশু। স্বামী জো জোনাস ও সোফি দুজনেই বেজায় আনন্দিত জোনাস পরিবারে নতুন এই খুদে অতিথির আগমনে। শোবিজ সাময়িকী টিএমজি নিশ্চিত করেছে, গত বুধবার লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি হাসপাতালে তাঁদের সন্তানের জন্ম হয়।মেয়ের নাম রাখা হয়েছে উইলা। এই নামের সঙ্গে নাকি গেম অব থ্রোনস শোরও সম্পর্ক আছে। গেম অব থ্রোনস-এর পঞ্চম মৌসুম ও অষ্টম মৌসুমের দুটি চরিত্রের নাম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই নাম দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।সোফি টার্নার ও জো জোনাস ২০১৬ সালে প্রেমে পড়েন। অফিশিয়ালি দুজনের সম্পর্কের কথা ঘোষণা দেন ২০১৭ সালে। এরপর ঘরোয়াভাবে তাঁদের বাগদান হয় ২০১৭ সালের অক্টোবরে। এরপর ২০১৯ সালের পয়লা মে লাস ভেগাসে দুজন বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। আর

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোফি মা হতে যাওয়ার বিষয়টি প্রথম ঘোষণা দেন।

সোফি টার্নার এর আগে চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেও গেম অব থ্রোনস তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। শিগগিরই শুরু হচ্ছে এই জনপ্রিয় ধারাবাহিকের প্রিক্যুয়েলের কাজ। সেখানে সোফি থাকবেন কি না, তা এখনো ঘোষণা হয়নি। আর জো জোনাস বিখ্যাত সংগীত পরিবারের সদস্যএ কথা সবার জানা।

আদর্শ জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে রামরাজ্য : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.): জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর উক্তি তুলে ধরে রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে করা এক পোস্টে উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু দাবি করেছেন আদর্শ জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে রামরাজ্য।

আর তিনদিন পরেই অযোধ্যায় ঐতিহাসিক ভূমি পুজা হবে। সেই উপলক্ষে রবিবার নিজের ফেসবুক পোস্টে উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ১৯২৯ সালে ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন, নিঃসন্দেহে রামরাজ্যই হচ্ছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যেখানে সমাজের প্রান্তিক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিও নিখরচায় ন্যায়বিচারের সুবিধা পাবে।

আদর্শ জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে রামরাজ্য।

রামায়ণের রাম রাজ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের মূল্যবোধ নিহিত রয়েছে। আত্মত্যাগ এবং সহানুভূতি ভারতের দর্শনের ভিত্তি।

এই উপাদানগুলির সার্বজনীন এবং সময়ের পরিধিও তাকে মাপতে পারে না।

দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে আজও প্রাসঙ্গিক রামায়ণ। ভগবান রামের চরিত্র থেকে মর্যাদাবোধ, বিশ্বাস, সত্য, শান্তি, সম্প্রীতি, বিচারব্যবস্থা, অনুভূতিশীল, সহযোগিতা, ঐক্যবোধ এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা আমরা পাই।

ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীর

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি স): করোনা হানা অব্যাহত কলকাতার থানা গুলিতে। ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে বলি কলকাতার আরও এক পুলিশকর্মী। রবিবার করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ডের কনস্টেবলের। করোনা সংক্রমণ এড়াতে ক্রমাগত জনগণকে সচেতন করছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু তবুও ভয় না পেয়ে নিজের কাজে অবিচল পুলিশ। ইতিমধ্যেই কলকাতার একাধিক থানায় হানা দিয়েছে করোনা। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। তাতেও ভয় না পেয়ে নিজেদের কাজ করে চলেছে পুলিশরা। আর এবার করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ডের আরও এক পুলিশকর্মীর। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, দীপঙ্কর সরকার নামে ওই পুলিশ কর্মী জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ডের কনস্টেবল ছিলেন।

রাজ্যে আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড অব্যাহত

কলকাতা, ২আগস্ট(হি. স.): শনিবারের পর রবিবারও ফের একবার আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে একদিনে ফের রেকর্ড গড়ল পশ্চিমবঙ্গ। একদিনে রাজ্যে গতকালের তুলনায় অতিরিক্ত ১৫০ আক্রান্ত হয়েছেন। শনিবার যেখানে একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৫৮৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৩৯ জনে। পাশাপাশি এদিন রাজ্যে মৃত্যুও হয়েছে সর্বোচ্চ। নতুন করে ৪৯ জন মারা গেছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে। গতকাল মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৮। আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা দুটোই এযাবত সর্বাধিক। এদিকে ২২১৩ জন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২১, ১০৮জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫, ৫১৬জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫২,৭৩০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৬৭৮জনের। ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯.৪৩ শতাংশ।

এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে ৭০৯টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩,০৬২। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৭৭জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ১৫,৬৬৬জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ২০জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৭৯৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৫৯৭জন। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন দার্জিলিং, দুজন মালদা, একজন পশ্চিম মেদিনীপুর, দুজন পশ্চিম বর্ধমান, সাতজন হাওরা, ১৪ জন উত্তর ২৪ পরগনা, দুজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ২১হাজার ৭২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৯লাখ ৩৪হাজার ৫৩৭টি। এখন রাজ্যে ৫৭টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্তবাস রয়েছেন ৩হাজার ১৭৮জন। সরকারি একান্তবাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১লাখ ৫হাজার ৫৯২জন। এখন বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন ৩৩হাজার ৪৭৯জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৩লাখ ৮৩হাজার ৪৫৮জন। নতুন করে রাজ্যে শুরু হয়েছে " সেফ হোম"

ছয়ের পাতায়

সস্ত্রীক কোভিড আক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেন

গুয়াহাটি, ২ আগস্ট (হি.স.) : অতিমারি করোনা ভাইরাসে এবার আক্রান্ত হলেন রাজ্যের তাবড় কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন। একইসঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং ভাতিজাও অতিমারি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

রবিবার রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের রিপোর্টে কংগ্রেসি বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন, তাঁর স্ত্রী নাজরিন হুসেন এবং এক ভাতিজার দেহে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এ খবর জানিয়েছেন রকিবুল নিজেই। একই সঙ্গে গত চারদিনে তাঁর সংস্পর্শে আগত সবাইকে করোনা টেস্ট করানোর আহ্বান জানিয়েছেন রকিবুল হুসেন।

উল্লেখ্য, সামাগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিরোধী উপদলপতি রকিবুল হুসেন নিজের বির্বাচনী এলাকার পাশাপাশি বন্যাক্রান্ত মানুষদের সাহায্য প্রদানের জন্য রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এছাড়া গত ৬ দিন আগে গুয়াহাটি ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদী সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন রকিবুল। ওই সভায় অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীও উপস্থিত ছিলেন। এদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেনের করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের দলীয় কর্মী মহলে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কারণ গত এক সপ্তাহের মধ্যে বন্যাপীড়িতদের খোঁজ নেওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীসাথী নিয়ে ঘুরেছেন রকিবুল। তাই স্বাভাবিকভাবে অসংখ্য মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন। সংস্পৃষ্ট প্রত্যেকের করোনা টেস্ট করার পর আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে ওঠার আশঙ্কা বিরাজ করছে রাজনৈতিক সচেতন মহলে।

পাক-আফগান সীমান্তে সংঘর্ষে নিহত ২২

কাবুল, ২ আগস্ট (হি. স.): পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে দু'দেশের সীমান্তে সবথেকে বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আর সেই ঘটনায় অন্তত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একটি সীমান্ত ক্রসিং এলাকায় এই সংঘর্ষের জন্য দুই পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করেছে।

ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে লোকজন সীমান্ত পারাপারের জন্য ক্রসিংয়ে ভিড় করেছিল। অভিযোগ, তাঁদের উপর পাকবাহিনী একের পর এক রকেট ছোঁড়ে। পাকিস্তান বাহিনীর ছোঁড়া রকেটে ১৫ জন আফগানিস্তানের মানুষ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করে আফগানিস্তান। অন্যদিকে, পাকিস্তানি অংশের হাসপাতালের আধিকারিকরা সংঘর্ষে ৭ জন নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঘটনায় আরও ৩১ জন আহত হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তারা।

পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের অভিযোগ, আফগানিস্তানই ভিড় করা জনতার ওপর গুলি ছুড়েছে। পাকিস্তানি সেনারা কেবল স্থানীয় লোকজনের সুরক্ষায় এবং আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালিয়েছে।

এদিকে, আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের গভর্নর হায়াতুল্লাহ হায়াত বলেছেন, সংঘর্ষের সময় সীমান্ত শহর স্পিন বোলডাক এলাকায় মানুষের বাড়িঘরের ওপর রকেট এসে পড়ে। আর তাতে মহিলা ও শিশুসহ ১৫ জন নিহত হয়। এছাড়াও কমপক্ষে ৮০ জন আহত হয়েছে বলে দাবি গর্ভনরের।

আর দুপক্ষের পালটা বক্তব্যে দুদেশের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি যা তাতে রীতিমত যুদ্ধের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

সীমান্তে অত্যাধুনিক বোমারু বিমান মোতায়েন করল চিন

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি. স.): ভারত থেকে বারবার শান্তির হাত বারিয়ে দিলেও পাকিস্তানের মত নিজের অভ্যাস বদল করবে না চিন। ভারত লাগোয়া সীমান্তবর্তী এলাকা কাশগর এয়ারবেসে ৬ টি শিয়ান এইচ ৬ বোমারু বিমান মোতায়েন করেছে চিন। পূর্ব লাদাখের প্যাংগং ঝিল থেকে এই এয়ারবেসের দূরত্ব ৬৯০ কিলোমিটার। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পূর্ব লাদাখ নিয়ে বিবাদ মেটাতে মালডে পঞ্চম বারের জন্য শীর্ষ সামরিক পর্যায়ে বৈঠকে বসেছে ভারত ও চিন। কিন্তু সীমান্তবর্তী এলাকায় নিজেদের শক্তি বাড়াতে পিছপা হচ্ছে না লালফৌজ।ক্রমাগত শক্তি বাড়িয়েই চলেছে তারা।সীমান্তবর্তী এয়ারবেসে যে বিমান মোতায়েন করা হয়েছে সেগুলি পারমানবিক বোমা বহন করতে সক্ষম।উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র অনুসারে ওই এয়ার বেসে ১২ শিয়ান জে এইচ ৭ ফাইটার বোমারু বিমান দেখা গিয়েছে।

কাছাড়ে নতুন করোনা সংক্রমিত ৬০ জন, মৃত্যুবরণ মহিলার

শিলচর (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড়ের বর্তমানের করোনা পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। একদিক যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তেমনি করোনা সংগ্রামীদের মধ্যেও সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এতে অনেকটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে পরিষেবা। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে এ মুহূর্তে তেমন কোনও কিছু বলা না হলেও এ কথা স্বীকার করা হয়েছে যে, বর্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগের অনেক কর্মী করোনায় আক্রান্ত। অনেক অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারও আক্রান্ত। তাই কয়েক দিন থেকে যথাসময়ে পরিষেবায় কিছু বিঘ্ন হচ্ছে।

রবিবার এই খবর লেখা পর্যন্ত কাছাড় জেলায় ৬০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। শিলচর মেডিক্যাল কলেজে একজন মারাও গেছেন। তিনি অবশ্য করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা মৃদুলা ঘোষ। তিনি হার্টের সমস্যায় আগে সার্জারি করিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড আইসিইউ-তে ভরতি ছিলেন।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডা. প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত জেলায় মোট ৬২,৪৪৫ জনের কোভিড টেস্ট করানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৮০৮ জনের কোভিড টেস্ট করানো হয়েছে। যার মধ্যে ৬০ জন পজিটিভ সেছে। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড আইসিইউ-তে ১০ জন পুরুষ, ১ মহিলা এবং ২ জন ডেস্টিনেশনে আছেন।

বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২৪৫ জন কোভিড রোগী আছেন, যার মধ্যে ১৭২ জন পুরুষ, ৬৫ জন মহিলা এবং ৮টিন শিশুসন্তান রয়েছে। আজ মোট ২১ জনকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৭ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা রয়েছেন। স্বাস্থ্যবিভাগের আধিকারিক সুমন চৌধুরী জানান, ১ আগস্ট পর্যন্ত কাছাড় জেলায় ১,৭৫৪ জন পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে। ওইদিন ১,০৮৫ জনকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। কোনও ধরনের ট্রাভেল হিস্ট্রি ছাড়া ৮৪২ জনকে পজিটিভ শনাক্ত করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর ৪২৫ জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে। কিছু দিন থেকে হঠাৎ করে উপসর্গ সংবলিত কেস পাওয়া যাচ্ছে। যাদের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে নেগেটিভ আসলেও পরে আরটি টেস্টে পজিটিভ বের হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না গেলেও কিছুটা জটিল বলে মানছেন তিনি।

রাখিবন্ধন উৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি করিমগঞ্জ আরএসএস-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ৫ আগস্ট বুধবার অযোধ্যায় রামমন্দির পুণর্নির্মাণের জন্য ভূমিপূজনের মাধ্যমে শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রামমন্দিরের ভূমিপূজনের জন্য সমগ্র দেশজুড়ে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। ভূমিপূজার দুদিন আগে রাখিবন্ধন উৎসব। করোনা অতিমারির জন্য সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে দক্ষিণ অসমের সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জের শহরাঞ্চলে রাখিবন্ধন উৎসব পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

ফেস মাস্ক পরিধান করে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দিনটি পালনের জন্য আরএসএস-এর পক্ষে ঘরে ঘরে রাখি তুলে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে দুর্গা বাহিনী, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি সহ অনান্য সংগঠনের কর্মকর্তারা ঘরে ঘরে গিয়ে রাখি বন্ধন কর্মসূচি পালন করবেন। একই সঙ্গে ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমি পুজার দিন ঘরে ঘরে পাঁচটি করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভূমিপুজনের মহৎ কার্যসূচিতে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে।

এদিকে বারইগ্রামে ওইদিন স্থানীয় সামাজিক সংগঠন 'কিশোর সংঘ ও রাধারমণ গ্রন্থাগার' রাখি বন্ধন উৎসব পালন করবে বলে জানানো হয়েছে। বারইগ্রাম ও তার আশপাশ এলাকায় রাখি বণ্টন করা হবে। এর জন্য গত দুদিন থেকে রাখি তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। রাখি উৎসবকে সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছেন কিশোর সংঘের সভাপতি অরূপ রায় ও সম্পাদক সুমন্ত দে।

ছয়ের পাতায়

সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত, ভোট বয়কটের হুমকি পাইকান-দিগরখালের চা-শ্রমিকদের

কাটিগড়া (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : দীর্ঘ আঠাশ বছর থেকে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার পাইকান দিগরখাল গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর তিন নম্বর ওয়ার্ডের চা শ্রমিকরা। ভারত-বাংলা সীমান্ত লাগোয়া পশ্চিম কাটিগড়ার পাইকান দিগরখাল জিপি-র ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ২০ থেকে ২৫টি চা শ্রমিক পরিবারের বাস। তাঁরা রাজ্যেশ্বরপুর প্রথম খণ্ডের আংশিক সীমানার মধ্যেও পড়েন। তাঁদের দুঃখদুর্দশার সীমা নেই। রবিবার এলাকার বিকাশ সাঁওতাল, করণ বাউরি, লক্ষ্মীরাম সাঁওতাল, দুর্গা সাঁওতাল, ইন্দিরা বাউরি সহ আরও অনেক বাসিন্দা বিগত ২৮ বছর থেকে সরকারি কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন। এ জন্য তাঁরা এবার ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তাঁদের অভিযোগ, বৃদ্ধ ভাতা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, বিধবা ভাতার মতো সরকারি প্রকল্পগুলো থেকে যেমন বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি পানীয় জল, রাস্তাঘাটের দুর্দশায়ও ভুগছেন তাঁরা। পাইকান দিগরখাল গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বিকাশ সাঁওতাল বলেন, চারদিকে মহাদেবপুর জিপি এলাকা তো মধ্যে একটু জায়গা রয়েছে পাইকান দিগরখাল জিপির অন্তর্গত। আর এই সীমানার মধ্যেই পড়েন সেখানকার ২০-২৫টি চা শ্রমিকের পরিবার। ফলে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাঁরা। পাইকান-দিগরখাল জিপি সভানেত্রী ছায়া রানি বৈষ্ণব, জিপি সচিব, ওয়ার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তুলে ধরেন তাঁরা। তাঁরা বলেন, এ নিয়ে বিগত দিনে অনেক দাবি করেছেন। কিন্তু কোনও সাড়া পাননি কারোর কাছ থেকে। রবিবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে তাঁদের দাবি তুলে ধরেন। তাঁরা কাছাড়ের জেলাশাসকের কাছে ১৫৩ নম্বর পাইকান দিগরখাল জিপি-র ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ২০-২৫টি চা শ্রমিক পরিবারকে ১৫২ নম্বর মহাদেবপুর জিপি-র ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানান। এই আবেদনপত্রের প্রতিলিপি কাছাড় জেলা নির্বাচন আধিকারিক, চক্র নির্বাচন আধিকারিক, বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, মহাদেবপুর ও পাইকান দিগরখাল জিপি সভাপতিকে দেওয়া হবে জানান বিকাশ বাউরি, কৃষ্ণ মুণ্ডা, মনা সাঁওতাল, রবিলাল সাঁওতাল প্রমুখ।

আভিযোগকারীরা বলেন, আগেও এলাকাবাসীরা ১৫৩ নম্বর পাইকান দিগরখাল জিপি সভাপতিকে এ নিয়ে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাননি। তাদের দুর্দশার দিন শেষ হয়নি। এবার যদি তাঁদের দাবি পূরণ না হয়, তা হলে চা শ্রমিকরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

কাছাড়ে বাড়ছে সদ্যজাতদের কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা

শিলচর (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলায় কোভিড সংক্রমণ সদ্যোজাতদের মধ্যে বাড়ছে। এ নিয়ে জনমনে ব্যাপক শঙ্কা ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেক অন্তঃসত্ত্বাও কোভিড রোগী রয়েছেন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। দশদিন থেকে আচমকা প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। শুরুতে তা কেবল মায়েদের মধ্যে সীমিত ছিল। দুজন অন্তঃসত্ত্বাও করোনায় আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছিল। কিন্তু চার পাঁচদিন থেকে সদ্যোজাতদের মধ্যে করোনা থাবা বসানোয় উদ্বেগের কারণ হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে।

মেডিক্যাল কলেজের রিপোর্ট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দুটি শিশুর শরীরে করোনা ধরা পড়ে। শুক্রবার আরও তিনটি শিশু আক্রান্ত হয়। এদের বয়স ৯, ১১ এবং ১৮ দিন। তাদের মায়েরা আগে থেকেই করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। যদিও আগে থেকেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগী ভরতির কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হয় না। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগেও একই নিয়ম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানের জন্মের পরে রিপোর্ট আসে। প্রায় ১০ শতাংশের পজিটিভ ধরা পড়ে। তাদের আইসোলেশন ওয়ার্ডে সরিয়ে নেওয়া হয়। সদ্যোজাতদেরও তখন কোভিড টেস্ট করানো হয়। আগে মা পজিটিভ হলেও সন্তানরা নেগেটিভ থাকত। এখন সদ্যোজাতদেরও সংক্রমিত বলে ধরা পড়ছে।

চিকিৎসকরা অবশ্য একে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। কলেজের উপাধ্যক্ষ ভাস্কর গুপ্ত বলেন, মায়েদের বোস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে। তাতে সদ্যোজাতও সুস্থ হয়ে উঠবে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডা. প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, শনিবার এক কোভিড পজিটিভ মায়ের সন্তান প্রসব হয়েছে। যেহেতু মহিলা মমি চক্রবর্তী কোভিড পজিটিভ ছিলেন তাই পিপিই কিট পরেই পুরো অস্ত্রোপচার করা হয়। বর্তমানে মা এবং নবজাতক ছেলে দুজনেই সুস্থ বলে জানান তিনি।

এদিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানিয়েছেন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাসপাতালে ২১৬ শয্যা রয়েছে। বর্তমানে এই ওয়ার্ডে ৯ জন করোনায় আক্রান্ত। মায়েদের সঙ্গে রয়েছে এক সদ্যোজাতও। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু বা মায়েদের কোভিড ওয়ার্ডে নিয়ে রাখা ঝুঁকির ব্যাপার। তাই তাদের ওই বিভাগেই পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।

হাইলাকান্দি জেলায় করোনা পজিটিভের সংখ্যা এক হাজার অতিক্রান্ত, নতুন ২৯

হাইলাকান্দি (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় করোনা পজিটিভের সংখ্যা আজ রবিবার এক হাজার অতিক্রম করেছে। জেলায় আজ নতুন করে ২৯ জনের শরীরে কোভিড পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০০৬।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে জানানো হয়েছে, আজ ২৯ জন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ১৪ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে এবং ৩৪ জনের রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। বর্তমানে হাইলাকান্দিতে ১৮৪ জন পাওয়া গেছে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে। এদের মধ্যে অধিকাংশের কোনও ট্রাভেল হিস্ট্রি নেই। আজ জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সাতজনকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। এঁদের নিয়ে জেলায় মোট ৮১৯ জনকে ডিসচার্জ করা হলো। বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলায় ১৮১ জন করোনা পজিটিভ রয়েছেন। এর মধ্যে ৪০ জন হাইলাকান্দি এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে, ১৭ জন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, তিনজন এইচপিসি মডেল হাসপাতালে, ৪২ জন আলগাপুর মডেল কোভিড হাসপাতালে এবং ৭৯ জন আদর্শ বিদ্যালয় কোভিড কেয়ার সেন্টারে রয়েছেন।

হাইলাকান্দি জেলায় ১৪,৯৫০ জনের সোয়াব নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১২,৯৬২ জনের নেগেটিভ রেজাল্ট এসেছে। ২৮৬ জনের রেজাল্ট এখনও আসেনি। জেলার মাত্র ৩৭ জন ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এবং ৬,৪১১ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। হাইলাকান্দি জেলায় যাতে অধিক সংখ্যক মানুষ নিজেদের সোয়াব পরীক্ষা করান এর জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে।

বরপেটা জেলার বজালি মিল্ক পার্লার পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

বরপেটা (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল রবিবার বরপেটা জেলার বজালির মিল্ক পার্লার পরিদর্শন করেছেন। মিল্কপার্লার পরিদর্শন করে তিনি দুগ্ধ উৎপাদন এবং গোপালকদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। তাঁদের উৎসাহ দেখে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, অদূর ভবিষ্যতে কৃষির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে অসম।

গোপালকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে বছরে ২,৫৮৮ মিলিয়ন লিটার দুধের চাহিদা রয়েছে। সেই অনুপাতে রাজ্যে প্রতি বছর মাত্র ৯৭০ মিলিয়ন লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে। যুব উদ্যমীদের প্রচেষ্টা এবং আরও কিছু পরিমাণে বিনিয়োগের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদী। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও বলেন, রাজ্যের কৃষক এবং কৃষি খণ্ডকে উত্তরণের জন্য বর্তমানে রাজ্য সরকার গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি সামগ্রী প্রকল্প সমেত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মিল্ক পার্লার পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অতিমারি কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। এই সময় রাজ্য কৃষি, পাশাপাশি এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ে তোলার আহ্বানকে সফল করতে কৃষি এবং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রেও উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যকে আত্মনির্ভরশীল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি জানান, লকডাউনের সময় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেছেন তিনি। সেই সময় কৃষিকে মর্যাদাসম্পন্ন বৃত্তি হিসেবে নিতে যুব সমাজের আগ্রহকে তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাই রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রে কৃষক গোষ্ঠীকে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্যও করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২০২২ সালের মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য স্থির করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, নলবাড়ির বিধায়ক অশোক শর্মা ছাড়াও আরও অনেকে।

করিমগঞ্জে কৃতী পড়ুয়াদের বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা প্রদান বিজেপির শহর মণ্ডলের

করিমগঞ্জ (অসম), ২ আগস্ট (হি.স.) : কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বাড়াতে এবং উদ্বুদ্ধ করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির শহর মণ্ডল কমিটি। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ করিমগঞ্জ শহর এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে মানপত্র, ফুলের তোড়া সহ উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জানায়িছেন শহর মণ্ডল বিজেপির কর্মকর্তারা।

রবিবারের এই কার্যসূচির সূচনা করেন অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমের (এআইডিসি) চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিশন রঞ্জন দাস। মিশনবাবু মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে মানপত্র ও ফুলের তোড়া সহ সংবর্ধনা সামগ্রী তুলে দেন।

এ ব্যাপারে শহর মণ্ডল বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব বণিক জানান, পড়ুয়াদের মনোবল আরও বৃদ্ধির জন্য এই উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। ভালো রেজাল্ট যারা করেছে তাদের বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা প্রদানের ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকগুণ বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি ছাত্রছাত্রীদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দিয়ে তাদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার আহ্বান জানান। তারাই দেশের ভবিষ্যত অভিভাবক বলে মন্তব্য করে সঞ্জীব বণিক জানান, এরাইতো হবে দেশের চালিকাশক্তি। শহর মণ্ডল সভাপতি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে মনযোগ সহকারে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে বলে প্রত্যেকের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা প্রদানকালে মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক দীপজয় দাস, দুই সম্পাদক কাজল শুক্ল ও নিবেদিতা চৌধুরী, দুই উপ-সভাপতি জগদীশ রায় ও কৃষ্ণকান্ত রায় প্রমুখ।

রবিবার মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাস্ক ও ফেইস সিল্ড বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত বিষ্ণুপুরের বেলিয়াড়া গ্রাম, কুপিয়ে খুন প্রাক্তন প্রধান এলাকায় ৰ্যাফ

বাঁকুড়া, ২ আগস্ট (হি. স.): এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিষ্ণুপুর থানার উলিয়াড়া পঞ্চায়েতের বেলিয়াড়া গ্রাম। শাসক তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর অন্তর্দন্দ্বে কুপিয়ে খুন করা হয় প্রাক্তন উপপ্রধানকে।উলিয়াড়া পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গোষ্ঠীর সঙ্গে বর্তমান প্রধান গোষ্ঠীর সংঘর্ষে নৃশংসভাবে খুন হলেন প্রাক্তন প্রধান শেখ বাবর আলি (৫২)। এই ঘটনায় বাবর আলির পরিবার সরাসরি বর্তমান প্রধান তসমিনা খাতুনের স্বামী রহিম শেখের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ওই রাতেই বিষ্ণুপুর থানা এবং বাঁকুড়া থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মারামারির ঘটনায় জড়িত থাকায় এখন পর্যন্ত ৫ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূল পরিচালিত উলিয়াড়া পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শেখ বাবর আলি ওরফে বাবলু শেখের গোষ্ঠীর সঙ্গে বর্তমান প্রধান তসমিনা খাতুনের স্বামী রহিম মন্ডলের গোষ্ঠীর বিবাদ দীর্ঘদিনের। ওই দুজনেরই বাড়ি বেলিয়াড়া গ্রামে। এলাকায় ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ২ পক্ষর মধ্যে বোমাবাজিতে একপ্রস্থ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। ওই ঘটনার জেরে শনিবার রাতে ফেৰ দু পক্ষর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, যথেচ্ছ বোমাবাজি শুরু হয়। চলে বাড়ি ভাঙচুর। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, শুক্রবারের ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ মোতায়ন করা সত্ত্বেও শনিবার রাতে সেই পুলিশের উপস্থিতিতেই শাসক দলের এক গোষ্ঠীর সমর্থকরা গ্রামে ঢুকে প্রথমে তৃণমূল কার্যালয়ে হামলা চালায়। পরে শেখ বাবর আলির বাড়িতে হামলা চালায়। রহিম মন্ডল গোষ্ঠীর সমর্থকদের মারমুখী আক্রমণ দেখে প্রাণ বাঁচাতে বাবর আলি তাঁর বাড়ি থেকে পালিয়ে স্থানীয় হাজি সাহেবেৰ বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তুই তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। দুষ্কৃতিরা ওই ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বাবর আলিকে টেনে এনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই বিষ্ণুপুর থানার আইসি সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে রেফ ও বিশাল পুলিশবাহিনী বেলিয়াড়া গ্রামে ছুটে যান। উদ্ধার করা হয় বাবর আলির মৃতদেহ। ঘটনায় জড়িত থাকায় ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। শেখ বাবর আলি ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত উলিয়াড়া পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। তিনি তৃণমূলের বিষ্ণুপুর ব্লক সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুগামী ছিলেন বলে জানা গেছে। এদিন বিষ্ণুপুর হাসপাতালে তাঁর মরদেহ পৌঁছাতেই শ্যামবাবু ও দলীয় অন্যান্য নেতা কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হন। এদিন মৃত বাবর আলির মেয়ে শিল্পা খাতুন এই ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি করে বলেন " আমার বাবা বরাবর তৃণমূল করতেন। ৩ বছর উলিয়াড়া পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। কিন্তু এখন যে প্রধান হয়েছে তাঁর স্বামী রহিম শেখ বরাবর সিপিএম পার্টি করতো।তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ওরা টাকা দিয়ে দলে ঢুকেছে।আবার টাকা দিয়েই ওর স্ত্রীকে প্রধান করেছে। ওরা অনেকদিন থেকেই পরিকল্পনা করছিল আমাদের গ্রাম ছাড়া করার। শুক্রবার রাতে এসে আমাদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। শনিবার রাতেও হামলা চালায়।ওদের ভয়ে বাবা পাশে হাজি সাহেবের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিল। রহিমের দল বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সেখানে গিয়ে হাজি সাহেবের বাড়ি ভাঙচুর করে বাবার মুখে একটা বোমা ছুঁড়ে মারে। পরে কুপিয়ে খুন করেছে। বেলিয়াড়া গ্রামে উত্তেজনা থাকায় বাঁকুড়া থেকে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী গ্রামে মোতায়েন করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে এলাকার পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।ঘটনাটি মর্মান্তিক আখ্যা দিয়ে তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা বলেন " বেলিয়াড়া গ্রামে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।আমি ঘটনায় যুক্ত দের শাস্তি চাইছি।ঘটনা যাই হোক না কেন কারও মৃত্যু সবসময়ই বেদনাদায়ক।আমি সম্পূর্ণ ঘটনাটি খোঁজ নিয়ে দেখছি "।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

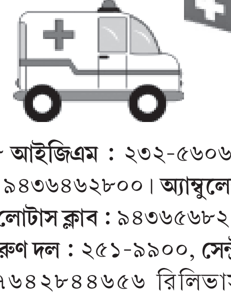

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজনৈতিক হিংসা থেকে রেশন ব্যবস্থা কোনও বিষয় তথ্য চাইলে পাওয়া যায় না কেন, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন রাজ্যপালের

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি স): ফের রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী সংঘাত তুঙ্গে। শিল্প সম্মেলন নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তোলার ১২ ঘন্টার মধ্যেই এবার রাজনৈতিক হিংসা থেকে রেশন ব্যবস্থা সকল বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চাইলেও পাওয়া যায়না এই অভিযোগ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের। রবিবার রাজ্যপাল টুইট করে কেন তথ্য পাওয়া যায়না প্রশ্ন করেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে টুইট করে রাজ্যপাল লেখেন, "রাজনৈতিক হিংসা,শিল্প সম্মেলনে দুর্নীতি,রেশন ব্যবস্থা, আমফানের ত্রাণ বিলিতে অনিয়ম সহ বিবিধ বিষয়ের রিপোর্ট চাওয়া রাজ্যপালের অধিকার ও কর্তব্য। সেই তথ্য পাওয়া যায় না। শাসক দলের অবস্থান হল, রাজ্যপাল রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট। আমার প্রশ্ন, এটা কি আইনের শাসন বা গণতন্ত্র।তথ্য দেওয়া হয় না কেন? এত লুকানোর কি আছে? সরকার তার ব্যাখ্যা দিক। যাঁরা তথ্য দিচ্ছেন না, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের চিহ্নিত করুন। এই অস্পষ্টতা দুর্নীতির জন্ম দেবে। বাক্সের ভিতর কঙ্কালের সংখ্যা আরও বাড়বে রাজ্যপালকে তথ্য না দেওয়ার ব্যর্থতা। এর আমলে তথ্যের অধিকারের করুণ অবস্থার পরিচায়ক। মুখ্য তথ্য কমিশনারকে ডেকে আগেই সতর্ক করেছি। তথ্য চেয়ে আবেদন করলেই এ রাজ্যে বাড়িতে পুলিশ যায়। ভয় দেখানো হয়। তাই এত কম আবেদন জমা হয়। দুর্নীতি রোধে তথ্য প্রকাশ সবচেয়ে জরুরি"।

রাজনৈতিক হিংসা থেকে রেশন ব্যবস্থা কোনও বিষয় তথ্য চাইলে পাওয়া যায় না কেন, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন রাজ্যপালের

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি স): ফের রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী সংঘাত তুঙ্গে। শিল্প সম্মেলন নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তোলার ১২ ঘন্টার মধ্যেই এবার রাজনৈতিক হিংসা থেকে রেশন ব্যবস্থা সকল বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চাইলেও পাওয়া যায়না এই অভিযোগ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের। রবিবার রাজ্যপাল টুইট করে কেন তথ্য পাওয়া যায়না প্রশ্ন করেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে টুইট করে রাজ্যপাল লেখেন, "রাজনৈতিক হিংসা,শিল্প সম্মেলনে দুর্নীতি,রেশন ব্যবস্থা, আমফানের ত্রাণ বিলিতে অনিয়ম সহ বিবিধ বিষয়ের রিপোর্ট চাওয়া রাজ্যপালের অধিকার ও কর্তব্য। সেই তথ্য পাওয়া যায় না। শাসক দলের অবস্থান হল, রাজ্যপাল রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট। আমার প্রশ্ন, এটা কি আইনের শাসন বা গণতন্ত্র।তথ্য দেওয়া হয় না কেন? এত লুকানোর কি আছে? সরকার তার ব্যাখ্যা দিক। যাঁরা তথ্য দিচ্ছেন না, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের চিহ্নিত করুন। এই অস্পষ্টতা দুর্নীতির জন্ম দেবে। বাক্সের ভিতর কঙ্কালের সংখ্যা আরও বাড়বে রাজ্যপালকে তথ্য না দেওয়ার ব্যর্থতা। এর আমলে তথ্যের অধিকারের করুণ অবস্থার পরিচায়ক। মুখ্য তথ্য কমিশনারকে ডেকে আগেই সতর্ক করেছি। তথ্য চেয়ে আবেদন করলেই এ রাজ্যে বাড়িতে পুলিশ যায়। ভয় দেখানো হয়। তাই এত কম আবেদন জমা হয়। দুর্নীতি রোধে তথ্য প্রকাশ সবচেয়ে জরুরি"।

সিপিএম নেতৃত্বের উদ্যোগে যাদবপুরে স্বল্প মূল্যে এন্টিবডি টেস্ট

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি. স.): সিপিআইএম যাদবপুর এড়িয়া কমিটির নেতৃত্ব এবং থাইরোকেয়ারের সহযোগীতায় রবিবার প্রায় দুই শতাধিক মানুষের স্বল্প খরচে করোনার এন্টিবডি পরীক্ষা হল যাদবপুরে। যাদবপুর ৮বি সংলগ্ন মৃত্যুঞ্জয় ভবনে সিপিআইএম যাদবপুর এড়িয়া কমিটির উদ্যোগে এই ক্যাম্প হয়। এদিনের এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন সানীয় বিধায়ক ডঃ সুজন চক্রবর্তী, রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ছাড়াও সিপিআইএম নেতৃত্ব ও এলাকার বিশিষ্ট মানুষজন। হাতের সামনে নামমাত্র খরচে এন্টিবডি টেষ্ট করাতে পেরে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি সানীয় মানুষেরা।

এদিন বাম নেতৃত্ব জানান, আগামী দিনে তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এধরনের ক্যাম্প বিভিন্ন জায়গায় করবেন। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁরা বলেন, যে কাজ সরকারের করার কথা সেই কাজ সরকার করতে ব্যার্থ হলে কমিউনিস্ট পার্টি দায়িত্ব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য লড়াই করা,সেই কাজ তারা চালিয়ে যাবেন।

অব্যাহত

পাচের পাতার পর

- এ রাখার প্রক্রিয়া। রাজ্যে ১০৬টি সেফ হোমে ৬ হাজার ৯০৮টি শয্যা রয়েছে। সেখানে রয়েছেন ১৫৬৫জন সামান্য উপসর্গ যুক্ত ব্যক্তি।

আরএসএস-এর

পাচের পাতার পর

করিমগঞ্জ ইনার হুইল ক্লাব একইভাবে এবার গ্রামাঞ্চলে গিয়ে রাখি উৎসব পালন করবে। এই দিনটিকে স্মরণীয় রাখতে বারইগ্রামের রাধারমণ আশ্রম, বারইগ্রাম বৃদ্ধাশ্রম এবং কিশোর সংঘ ও রাধারমণ গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে রাখি বন্টনের পাশাপাশি উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ইনার হুইল ক্লাবের সভানেত্রী পূরবী দে।

গারলোসার দেহরক্ষী

তিনের পাতার পর

জনে বৃদ্ধি হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে ১৫৬ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। বর্তমানে ৪১ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে।

ছড়াচ্ছে সংক্রমণ !

তিনের পাতার পর

পুরনিগমের তরফে অটোচালকদের মধ্যে কতজন উপসর্গহীন করোনা রোগী আছে তা জানতে আগামী ৪ আগস্ট মুকুন্দপুরে ফের র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা শিবির করা হয়েছে ওই এলাকায়।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'হাসপাতালগুলিতে যাতায়াত করা বা মুকুন্দপুর ছুঁয়ে যাদবপুর থেকে নয়াবাদ বা গড়িয়া রুটে চলাচল করা দু'জন অটোচালক ইতিমধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। এখন এদের অটোতে চড়ে আর এদের সংস্পর্শে এসে কতজন সংক্রমিত হয়েছেন সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে সেটা যে ঘটবে না এমনটাও নয়। বরঞ্চ মনে করা হচ্ছে অটো চালকদের মাধ্যমেই পূর্ব কলকাতার একটা বড় অংশ জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ'।

তবে পুরসভার স্বাস্থ্যবিভাগের আধিকারিকদের আশঙ্কা, 'শুধু অটোচালকরাই নয়, এলাকার রিকশাচালক এবং হাসপাতাল লাগোয়া নানা গেস্ট হাউজের কর্মীরাও সংক্রমণের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করছেন।'

মুকুন্দপুর ও আনন্দপুর এলাকায় নানা হাসপাতালের পাশে যে সমস্ত ছোট দোকান ও রেস্তোঁরা চলছে সেখান থেকেও সংক্রমণের আশঙ্কা একেবারেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে, দেখা যাচ্ছে ওই অটো গুলির বেশিরভাগ যাত্রীর পরিজনই হাসপাতালে ভর্তি। এবার সংক্রমণ রোগীর পরিজনদের থেকে অটো চালকদের মধ্যে ছড়াচ্ছে কিনা তা নিয়েও রয়েছে সংশয়।

সিপিআই(এম) দোষলো বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগষ্ট।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রধান বিরোধীল দল সিপিআই(এম) নগ্নভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি আর সংঘাত ছড়ানোর খেলায় মেতে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি রাজ্য কমিটি। দলের পক্ষ থেকে রবিবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইতিপূর্বেও বহুবার সিপিআই(এম) এর এই ধরনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে, এইবার তাদের নেতৃত্বের ইন্ধন এবং সরাসরি সম্বন্ধ থাকার বিষটি স্পষ্ট হয়ে গেছে।

উক্ত বিষয় নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এক প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সিপিআই(এম) এর তরফে জঘন্য সাম্প্রদায়িক উস্কানির ছড়ানোর অপচেষ্টা শুরু হয়। সিপিআই(এম) এই জন্য সামাজিক মাধ্যমকে নেক্কারজনকভাবে ব্যবহার করেছে। সিপিআই(এম) ত্রিপুরা সিপিআই(এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, এমনকি প্রাক্তন সাংসদ তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী জনগনের প্রতি তার দায়বদ্ধতার কথা ভুলে গিয়ে নির্লজ্জভাবে এক সাম্প্রদায়িক সংঘাত ছড়ানোর খেলায় মেয়ে উঠেছে বলে বিজেপি অভিযোগ।

আমফানে কেন্দ্র সামান্য সাহায্য করেছে, ভার্চুয়াল প্রচারেও অভিযোগ ডেরেকের

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি. স.): সাজো বাংলায় বলছি চতুর্থ পর্বেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা সাংসদ ডেরেক ও"ব্রায়েন। একইসঙ্গে রবিবার ভারতের বেকারত্বের হারের তুলনায় রাজ্যের বেকারত্বের হার কতটা কম সেই তথ্যও তুলে ধরা হয়।

২৬ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নয়া মেগা ক্যাম্পেন সাজো বাংলায় বলছি। সপ্তাহে তিনদিন "সাজো বাংলায় বলছি" নামে নতুন ভিডিও সিরিজ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি বুধ , শুক্র ও রবিবার সকাল ১১ টায় প্রকাশ করা হচ্ছে একটি করে এক মিনিটের ভিডিও। সাশ্যোল মিডিয়ায় এই সিরিজ চলবে আগামী কয়েকমাস। চলতি সপ্তাহে রবিবার ছিল এই সিরিজের চতুর্থ পর্বের ভিডিও প্রকাশের দিন। এই দিনের এক মিনিটের ভিডিওতেই ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ করেছেন ডেরেক।

তৃণমূলের ভার্চুয়াল প্রচারের চতুর্থ পর্বে ডেরেক বলেন, 'শুধু অতিমারি নয় , বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফানে। এই বিধ্বংসী ঝড়ে মটে আট লক্ষ দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার মধ্যে কেন্দ্র দিয়েছে মাত্র এক হাজার কোটি টাকা।'বুধবার দ্বিতীয় পর্বে তুলে ধরা হয়েছে কোন কোন খাতে , কেন্দ্রের কাছে কত টাকা পায় রাজ্য। শুক্রবার তৃতীয় দিনের এক মিনিটের ভিডিও- তে ডেরেক ও ব্রায়েন অভিযাগে করে বলেন , কোভিড মোকাবিলায় কেন্দ্রের বঞ্চনার শিকার হয়েছে রাজ্য।

এই ভিডিওগুলি সমসাময়িক সামাজিক , রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলির ওপর তৈরি করা হবে বলেই দলীয় সূত্রে খবর। এই ভিডিওগুলিতে দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গত ন'বছরে বাংলা কতটা অগ্রগতি করেছে। বিধানসভা এলাকা থেকে ব্লক এলাকা , সব স্তরেই চলবে এই অনলাইন ভার্চুয়াল প্রচার।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে তদন্তের জন্য নিয়ে যায় কাঞ্চনপুর থানায়। পুলিশের কাছে থেকে মৌখিক ভাবে জানা গেছে স্থানীয় যুবক রিঙ্কু নাথের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার তদন্তের সূত্রধরে বিক্রমজীত শুক্লা দাস, ওসি পরিতোষ দাস, সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে তদন্তে যান।

সেখান থেকে তদন্তের কোনো হদিস না পেয়ে ডাকা হয় ডগ স্কোয়ার্ড বাহিনীকে। ঘটনাস্থলে যায় ডগ স্কোয়ার্ড। কিন্তু রাতে প্রচন্ড বৃষ্টি হওয়ায় ডগ স্কোয়ার্ড কোন সূত্র দিতে পারেনি। নিখোঁজের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। স্কুল ঘর ও তাঁর আশপাশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এই ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। যুবক রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জেলাশাসক

● প্রথম পাতার পর

এক প্রকার অবাক হয়ে যান। অভিযোগের সত্যতা নিজের চোখে দেখার পর জেলা শাসক ঐ চিকিৎসককে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণের বার্তা দেন এবং এই অবৈধ ক্লিনিক বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

আমরা বাঙালীর

● প্রথম পাতার পর

সংগীত থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাদ পড়ে গেছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে তার মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে পরামর্শ দিয়েছে আমরা বাঙালি দল। এ ধরনের মন্তব্য জাতীয় সংগীতের প্রতি অবমাননাকর বলে মনে করে আমরা বাঙালি দল।

উল্লেখ্য জাতীয় সংগীত নিয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের এই ধরনের মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের এধরনের মন্তব্যের পেছনে রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রাখিতে করোনা সচেতনতার বার্তা

বাঁকুড়া, ২ আগস্ট (হি. স.): রাখি তে ও এবার করোনা সচেতনতার বার্তা। অভিনব এই ৰাখীৰ পরিকল্পনা করেছেন বাঁকুড়া শহরের কুচকুচিয়াৰ বাসিন্দা দুর্গা পোদ্দাৰও তার পরিবারের সদস্যৰা। বাড়িতে গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র ফেলে না দিয়ে সে গুলোকে দিয়ে রাখি তৈরি করছেন দুর্গা বাবুরা। সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতন বার্তা এগুলোর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই বাবা দেওকীনন্দন পোদ্দারের হাত ধরে রাখি তৈরি নেশায় জড়িয়ে পড়েছেন দুর্গা পোদ্দারের-পরিবার।রাখি পূর্ণিমার বহু আগে থেকেই তারা শুরতে করে দেয় রাখি তৈরীর কাজ। প্রতিবছরই সামাজিক সচেতনতা জানাতে নতুন ধরনের রাখি তৈরি করেন বলে জানালেন দুর্গা বাবু। তিনি বলেন বাবার হাত ধরে রাখি তৈরি নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে।তিনি বলেন এই ৰাখী আমৰা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৰি না, সানীয় ক্লাব, সমাজসেবী সংসার হাতে তুলে দিই। এবছর কৰোনা মহামারীতে দিশেহাৰা মানব সমাজ। কৰোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন সকলকে সচেতন হওযাৰ আহ্বান করা হয়েছে।আমরাও সাধ্যমতো সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছি।

শ্যামল চক্রবর্তী করোনা পজিটিভ হলেও নেগেটিভ মেয়ে উষসী চক্রবর্তী

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি স):কিছুদিন আগেই ফুসফুসের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সিপিএম নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে তার নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্টে আসে পজেটিভ। আর তারপর থেকেই অনেকের মনে তৈরি হয়েছিল চিন্তা তাহলে কি শ্যামল চক্রবর্তীর মেয়ে অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তীও করোনা পজেটিভ। তবে, সেইসব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে জানা যাচ্ছে করোনা পজিটিভ নন উষসী চক্রবর্তী। রবিবার আসে সেই রিপোর্ট।

জানা যাচ্ছে, অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তীর কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তার বাবার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসায় পরিচারকদেরও নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তবে, পরিচারকদের শরীরেও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি বলে খবর। যদিও এই মুহূর্তে উষসী আপাতত হোম আইসোলেশনেই রয়েছেন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো।

আক্রান্ত ১৪১

● প্রথম পাতার পর

৪৫ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাছাড়া আরটিপিসিআরে ৭৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

রাজ্যে রবিবার যে ১৪১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে এর মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৫১ জন, উত্তর জেলায় ২০ জন, ঊনকোটি জেলায় ১ জন, ধলাই জেলায় ২ জন, খোয়াই জেলায় ৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৮ জন, গোমতী জেলায় ৩৪ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ১৬ জন্য।

পক্ষের

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার রেশ গড়ায় কলেজটিলা ফাড়ি পর্যন্ত। দু'পক্ষই থানায় আসে। কিন্তু সমাধান সূত্র বের করতে ফাড়ির ওসির সামনে আলোচনা হয়। একটা সময় দুই ব্যবসায়ীকে ওসি-র সামনেই টেনে হিচড়ে বের করে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য লক ডাউনের এই পরিস্থিতিতে একাংশ ব্যবসায়ীর কারণে এলাকায় ভীড় বাড়ছে।

এর জন্য তাদের অন্যত্র ব্যবসা করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু তারা উল্টে এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা ঝামেলা বাধাচ্ছে। এই নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। তবে বিষয়টি নিয়ে কলেজটিলা ফাড়ির ওসি আগেই পদক্ষেপ নিলে জল এতদুর গড়াত না বলে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য।

মাথায়

● প্রথম পাতার পর

বাড়ি ফিরে যায়। বাড়ি যাওয়ার পর বাড়ির লোকজন তাপসকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। ধীরে ধীরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

তখন তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। শনিবার দুপুরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তাপস। তাপস ধর অসুস্থ হওয়ার পর গ্রামবাসীরা ঐ বেসরকারি কোম্পানির সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করে। দাবি জানানো হয় তাপসের চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু গ্রামবাসিদের অভিযোগ ঐ বেসরকারি কোম্পানি অসুস্থ তাপসের কোন খবর নেয়নি। এমনকি তার চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দেয়নি। গ্রামবাসীদের দাবি ঐ বেসরকারি কোম্পানি মৃত তাপসের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করুক।

একান্তবাসে

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন রবিবার সকালে ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড সেন্টারে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি সেখানে অবস্থানকারী পজিটিভ রোগীদের জন্য ফল সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও নিয়ে যান।

কোভিড সেন্টারে অবস্থানকারী রোগীরা উপযুক্ত ও গুণগত মানের খাবার পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ তুলেছেন। সেজন্যই তিনি কিছু শুকনো খাবার এবং ফল প্যাকেট করে রোগীদের জন্য নিয়ে যান এবং তাদের কাছে পৌঁছে দেন। তাদের কাছ থেকে আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবরও নেন প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড সেন্টারটি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক এবং কর্মীদের গাফিলতির কারণেই এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

কোভিডসেন্টারে রোগীরা যাতে সঠিক পরিষেবা পেতে পারেন এবং আভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে সেজন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত করছে।

এদিকে, সিধাই এর লেফুঙ্গা থানা এলাকায় একটি রাবার বাগান থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।লেফুঙ্গা থেকে অভি চরণ যাওয়ার পথে একটি রাবার বাগানে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে লেফুঙ্গা থানা পুলিশ রাবার বাগান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহটি শনাক্ত করা যায়নি। ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহটি হাসপাতাল মর্গে তিনদিন পর্যন্ত শনাক্ত করার জন্য রাখা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এটি আত্মহত্যা নাকি তাকে হত্যা করে রাবার গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা নিয়েও স্থানীয় জনমনে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, উত্তর জেলার জম্পুই হিলে কর্মপত এক পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন সরকারী আবাসনে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। মৃত ব্যক্তির নাম যোসেফ ডার্লং। তাঁর বাড়ি আমবাসায়। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, যোসেফ ডার্লং এদিন দুপুরে সরকারী আবাসনে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। মৃতদেহটি প্রথম দেখতে পান মৃতের এক সহকর্মী। সাথে সাথেই তিনি বিষয়টি ভাঙমুন থানায় খবর দেন। ওসি শ্যামল মুড়াসিং পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। তাছাড়া ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছেন কাঞ্চনপুরের এসডিএম চাঁদনি চন্দ্রন। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। আগামীকাল পরিবারের লোকজন সেখানে পৌঁছলে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে ময়নাতদন্তের পর।

করোনায়

● প্রথম পাতার পর

জানা গিয়েছে, নয়ডার বেদান্ত হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনায় কলকাতায় শুরু হয়েছে যজ্ঞ। বিজেপি নেতা রাকেশ সিং রাতভর সেই যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। তিনি বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ করোনা পজিটিভ হয়েছেন। এরপরই পাঁচ ব্রাহ্মণকে নিয়ে যজ্ঞ করছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। গোটা রাত হোম যজ্ঞ হবে। ১২ ঘণ্টা ধরে এই যজ্ঞ চলবে। খুব তাড়াতাড়ি উনি সুস্থ হয়ে কাজে ফিরবেন। সকলেই অমিত শাহ জি"র জন্যে প্রার্থনা করুন। মা কালী, ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করছি উনি যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

অমিত শাহের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জানার পর থেকেই হোম কোয়ারেন্টাইনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক ও বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তবে আপাতত কারও কোনও উপসর্গ নেই বলেই জানা গিয়েছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত কোনও রকম উপসর্গ দেখা দেয় কি না, তা দেখে করোনা পরীক্ষা করাবেন বাবুল সুপ্রিয়।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন করেছিলেন বাবুল সুপ্রিয়, জগন্নাথ সরকার-সহ একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ। শুক্রবার রাজ্যে বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কোচবিহার ও বিষ্ণুপুরের সাংসদ। ফলে তাঁদের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তবে শুধু বাবুল সুপ্রিয়, নিশীথ প্রামাণিক ও সৌমিত্র খাঁ বা জগন্নাথবাবুই নন, বঙ্গ বিজেপির আরও কয়েকজন সংস্পর্শে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

বস্তুত কর্নাটকের করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। রবিবার পর্যন্ত কর্নাটকে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৪ হাজার। ইতোমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২৩১৪ জনের। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবরে আতঙ্ক আরও বাড়ল সেই রাজ্যে। এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় অমিত শাহ এবং ইয়েদুরাপ্পার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

বেড়ে ১৫৪,৩১৯

আটের পাতার পর

অনুযায়ী, বাড়তে বাড়তে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১, ৫৪,৩১৯ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,০৫১ জনের।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মোহামেডানের বিদেশিদের অসহায় ঈদ

মুঠোফোনের ভিডিও কলে সুলেমান ডায়াবাতেকে দেখলেই প্রশ্নটি করে তাঁর একমাত্র মেয়ে। চার বছরের ফাতিমা জাহার দেশের ভৌগোলিক সীমানা জানা নেই। করোনার কারণে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সূচি যে বন্ধ, তা বোঝা তো অনেক দূরের ব্যাপার। মেয়ের শুধু বায়না তাঁর বাবা কবে যাবে তার কাছে, দুই হাত দিয়ে কোলে তুলে নেবে!ঢাকায় থাকলেও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মালির ফুটবলার সুলেমানের মনটাও পড়ে আছে ভিয়েতনামে থাকা মেয়ের কাছে। কিন্তু করোনার কারণে ফ্লাইট বন্ধ থাকায় বুকে পাথর চেপে ঈদ পালন করছেন তিনি। এই প্রথমবার ঈদে পরিবার ছেড়ে এত দূরে। কষ্ট লাগছে, মেয়েটার জন্য মন খারাপ হচ্ছে,প্রিয়তমা স্ত্রীকে মিস করছেন, কিন্তু কী আর করা!মেয়েটির বয়স চারটুকটুক করে কথা বলে! হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারের ভিডিও কলে যখন মেয়ের চেহারা ভেসে ওঠে, তখন বাবা হিসেবে তীব্র কষ্ট অনুভব করেন। মনে হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে মেয়েটির কাছে চলে যান। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়! সবচেয়ে কষ্টের বিষয়, কবে সুলেমান মেয়ের কাছে যেতে পারবেন, সেটিও অজানা। আপাতত, করোনাকাল পেরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার নেই তাঁর। জানালেন নিজের কষ্টের কথা, 'পরিবার ছাড়া এই প্রথম ঈদ করছি। আপাতত কিছুই করার নেই। মেয়েটার জন্য খুব খারাপ লাগে। একা একা ঈদ করা সহজ বিষয় নয়। ক্লাবে স্থানীয় খেলোয়াড়েরাও নেই। তাঁরা থাকলেও সময়টা কেটে যেত। ভালো লাগত।'২০১৬ সালে সুলেমান-দম্পতির কোল জুড়ে আসে ফাতিমা। ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভিয়েতনাম লিগে খেলার সময়ই ভিয়েতনামের মেয়ে লিনের সঙ্গে আলাপ, সেখান থেকেই প্রেম, পরিণয়। সুলেমানের চাওয়া, দ্রুতই যেন ভিয়েতনামে চলে যেতে পারেন। আবার জড়িয়ে ধরতে পারেন মেয়ে ফাতিমাকে। স্ত্রী লিনের সঙ্গে কাটাতে পারেন মধুর সময়।সুলেমানের মতোই মোহামেডান ক্লাবে আছেন তাঁর স্বদেশি ওসমান বার্থ ও নাইজেরিয়ার ফুটবলার স্ট্যানলি আমাদি।

ওসমানের পাঁচ সন্তান। ৩৩ বছর বয়সী এই ফুটবলার গত ডিসেম্বরে যখন বাংলাদেশে পা রেখেছিলেন তখন তাঁর সবচেয়ে ছোট ছেলে আয়াজের বয়স মাত্র এক মাস। করোনার কারণে বাংলাদেশে আটকে গিয়ে আয়াজের কথা মনে করেই বেশি মন কাঁদে তাঁর, 'খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে পরিবারের কথা ভুলে থাকা যায়। কিন্তু ঈদের সময় খুব খারাপ লাগছে।

ছেলেদের কথা ভেবে কষ্ট লাগে। ছোটটার কথা খুব মনে আবার ছেলেরাও আমার কথা ভেবে কাঁদে। সকালে স্ত্রী ও ছেলেদের বলেছি খুব দ্রুতই চলে আসব।'বিদেশিদের কষ্টের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কোরবানি দেওয়ার জন্য ক্লাবের পক্ষে থেকে তাঁদের দেওয়া হয়েছে একটি খাসি। সকালের নামাজ শেষে ক্লাবের ইমামকে সঙ্গে নিয়ে শেষ করা হয়েছে কোরবানি পর্ব। দুপুরের শুরুতে সেই মাংস দিয়ে এরই মধ্যে এক পর্ব বারবিকিউ হয়ে গিয়েছে বিদেশি ফুটবলারদের।ক্লাবের এই আতিথেয়তায় বেজায় খুশি সুলেমান ,' ক্লাব আমাদের জন্য একটি খাসি কোরবানির ব্যবস্থা করেছে। সকালে নামাজ পড়ে এসে ক্লাবের কিছু মানুষের সঙ্গে কোরবানি দিয়েছি। কিছুটা হলেও ঈদের আমেজ পাচ্ছি। এজন্য ক্লাবকে ধন্যবাদ।'

'মেসিকে কেবল স্বপ্নেই আটকাতে পারতাম'

আগামী শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে নাপোলি। প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে ১-১ ড্র করেছিল গাত্তুসোর দল।প্রতিপক্ষের মাঠ কাম্প নউয়ে কাজটা আরও কঠিন হবে সেরি আর দলটির জন্য। লক্ষ্য পূরণে অকার্যকর করে রাখতে হবে রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা মেসিকে। শনিবার জয় দিয়ে সেরি আ অভিযান শেষ করার পর সংবাদ সম্মেলনে নাপোলি কোচ জানালেন, তিনিও নিজেও হয়তো মেসিকে কখনও আটকে রাখতে পারতেন না।"আমি কেবল স্বপ্নেই তাকে মার্ক করতে পারতাম। অথবা আমি আমার ছেলের প্লে-স্টেশনের খেলায় মিলানের জার্সিতে গাত্তুসোকে সিলেক্ট করতাম, যখন তার ওজন ছিল এখনকার চেয়ে ১৫ বা ২০ কেজি কম।"বার্সেলোনার বিপক্ষে একাদশ অনেকটাই ভেবে রেখেছেন গাত্তুসো।"আমার মনে একটা লাইন-আপ ঠিক করা আছে। তবে আগামী দিনগুলোতে খেলোয়াড়রা কীভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে তা আমরা দেখব।"২০১৯-২০ মৌসুমের ইতালিয়ান কাপের শিরোপা জেতা নাপোলি সেরি আ শেষ করেছে সাতে থেকে। পরের আসরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে হলে শিরোপা জেতাই তাদের একমাত্র পথ।

হিগুয়াইনের রেকর্ড স্পর্শ করলেন ইম্মোবিলে

লিগের শেষ ম্যাচে শনিবার নাপোলির বিপক্ষে ৩-১ গোলে হারে লাৎসিও।

দলের একমাত্র গোলটি করে হিগুয়াইনের পাশে বসেন ৩০ বছর বয়সী ইম্মোবিলে। ২০১৫-১৬ মৌসুমের ৩৬ গোল করে রেকর্ড গড়েছিলেন সেসময় নাপোলির হয়ে খেলা হিগুয়াইন। শেষ রাউন্ডের ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন আসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১ গোল করা ইউভেন্তুস তারকা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। সেরি আয় তৃতীয় গোল্ডের বুটের হাতছানি ইম্মোবিলের সামনে। ২০১৩-১৪ আসরে ২২ গোল করে এবং ২০১৭-১৮ মৌসুমে ২৯ গোল করে ইন্টার মিলানের মাউরো ইকার্দির সঙ্গে যৌথভাবে জিতেছিলেন এই পুরস্কার। প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জেতার সুযোগ ইতালিয়ান স্ট্রাইকারের সামনে। বায়ার্ন মিউনিখের রবের্ত লেভানদোভস্কির (৩৪ গোল) চেয়ে২ গোলে এগিয়ে রয়েছেন ইম্মোবিলে।

২০০৬-০৭ আসরে এই পুরস্কার জিতেছিলেন রোমার ইতালিয়ান ফরোয়ার্ড ফ্রান্সেকো তত্তি। এরপর থেকে প্রতিবারই এই পুরস্কার জিতেছে বা ভাগাভাগি করেছে লা লিগার কোনো ফুটবলার। সবশেষ তিনবার এই পুরস্কার জেতেন বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি (মোট রেকর্ড ছয়বার)। এবার লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেও তিনি করেছেন কেবল ২৫ গোল।

চেলসিকে হারিয়ে এফএ কাপ শিরোপা আর্সেনালের

লন্ডনের দর্শকশূন্য ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শনিবার ফাইনালে দশজনের চেলসিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। সেমি-ফাইনালের পর ফাইনালেও জোড়া গোল করেছেন পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। চেলসির একমাত্র গোলদাতা ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচ।প্রতিযোগিতায় আর্সেনালের এটি চতুর্দশ শিরোপা। ২০১৬-১৭ মৌসুমেও চেলসিকে একই ব্যবধানে হারিয়ে নিজেদের ত্রয়োদশ শিরোপা জিতেছিল দলটি। ১৮৭১ সাল থেকে হয়ে আসা এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সফল দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড শিরোপা জিতেছে ১২বার।শুরু থেকে আক্রমণ, পাল্টা-আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে তৃতীয় মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত আর্সেনাল। কিন্তু পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াংয়ের হেড জাল খুঁজে পায়নি।ম্যাসন মাউন্টের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পঞ্চম মিনিটে এগিয়ে যায় ২০১৭-১৮ মৌসুমে সবশেষ এফএ কাপ জেতা চেলসি। অলিভিয়ে জিরুদের বাড়ানো বল ধরে ডান পায়ের শটে জাল খুঁজে নেন পুলিসিচ।দশম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। কিন্তু জর্জিনিয়োর তৈরি করে দেওয়া বলে পুলিসিকের এবারের প্রচেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।২৮তম মিনিটে সফল স্পট-কিকে সমতা ফেরান আবামেয়াং। গ্যাবনের এই ফরোয়ার্ডকে সেসার আসপিলিকুয়েতা ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।৬৭তম মিনিটে দারুণ এক প্রতি-আক্রমণ থেকে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। আক্রমণে ওঠা এক্তর বেইয়েরিন বল হারানোর পর পেয়ে যান নিকোলাস পেপে। তার বাড়ানো ক্রস ধরে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ্যভেদ করেন অবামেয়াং।ছয় মিনিট পর দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন চেলসি মিডফিল্ডার মাতেও কোভাচিচ।বাকিটা সময়ে আর সমতায় ফেরা গোলের দেখা পায়নি চেলসি। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে পেদ্রোর প্রচেষ্টা গোলরক্ষক আটকে দিলে এফএ কাপের শিরোপা পুনরুদ্ধারের তৃপ্তি নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল

লিওঁকে হারিয়ে ফরাসি লিগ কাপ পিএসজির

প্যারিসের স্তাদে দে ফ্রান্সে শুক্রবার রাতে পেনাল্টি শুট আউটে ৬-৫ ব্যবধানে জিতেছে টমাস টুখেলের দল। চলতি মৌসুমে দলটির এটি তৃতীয় শিরোপা।এই নিয়ে প্রতিযোগিতাটিতে রেকর্ড ৯ বার চ্যাম্পিয়ন হলো পিএসজি। এবারই হয়ে গেল টুর্নামেন্টের শেষ আসর।বিরতির খানিক আগে একরকম হঠাৎ করেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায় পিএসজি। তবে সেনেগালের মিডফিল্ডার ইদ্রিসা গেয়ির প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া জোরালো শট শেষ মুহূর্তে এক হাত দিয়ে কোনোমতে ঠেকান গোলরক্ষক।দ্বিতীয়ার্ধের অষ্টম মিনিটে নেইমারের দারুণ ফ্রি-কিকও ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন লিওঁর গোলরক্ষক অঁতনি লোপেস।৭০তম মিনিটে পিএসজি শিবিরে চোট আঘাত হানে। পায়ের পেশিতে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন লেইভিন কুরজাওয়া। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বেশ কিছুদিনের জন্য মাঠের বাইরে কাটাতে হতে পারে ফরাসি এই ডিফেন্ডারকে। আগে থেকেই বাইরে আছেন তারকা ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে।অতিরিক্ত সময়ের শুরুতে দুই দলই সুযোগ পায়। আনহেল দি মারিয়ার নিচু শট লোপেজ রুখে দেওয়ার পর পাল্টা আক্রমণে পিএসজি শিবিরে ভীতি ছড়ায় লিওঁ। তবে বের্টান্ড ত্রাওয়ের শট এক ডিফেন্ডারে প্রতিহত হয়।যোগ করা সময়ের একেবারে শেষ দিকে দি মারিয়াকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন লিওঁর ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার রাফায়েল।পেনাল্টি শুট আউটে উভয় পক্ষের প্রথম পাঁচটি শটই জালের দেখা পায়। এরপর 'সাডেন ডেথ' এ লিওঁর ছয় নম্বর শট নিয়ে মিস করেন বুর্কিনা ফাসোর ফরোয়ার্ড বের্টান্ড ত্রাওরে।

এফএ কাপ জিতে গুয়ার্দিওলাকে আর্তেতার ধন্যবাদ

২০১৬ সাল থেকে ম্যানচেস্টার সিটিতে স্প্যানিশ কোচের সহকারী ছিলেন আর্তেতা। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে কোচ হিসেবে যোগ দেন আর্সেনালে। লন্ডনের দর্শকশূন্য ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শনিবার ফাইনালে দশজনের চেলসিকে ২-১ গোলে হারানোর পর সংবাদ সম্মেলনে আর্ততা জানালেন, তার ক্যারিয়ারে কতটা অবদান গুয়ার্দিওলার।"কোচ হিসেবে আমার বিকাশের পেছনে মূল ব্যক্তিত্ব তিনি। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আজ আমি যেখানে, এটা তাকে ছাড়া সম্ভব হতো না। তাকে ধন্যবাদ জানাতেই হবে আমার।" আর্সেনালের কোচ হিসেবে জর্জ গ্রাহামের (১৯৮৬-৮৭) পর আর্তেতা নিজের প্রথম মৌসুমেই কোনো বড় শিরোপা জিতলেন।

পুদুচেরিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ২০০

পুদুচেরি, ২ আগস্ট (হি. স.): কংগ্রেস শাসিত পুদুচেরির মত ছোট্ট আধা-রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্ত। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মারণ এই রোগে বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত ২০০। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮০৬। রাজ্যের পরিবার ও স্বাস্থ্য কল্যাণ পরিষেবা তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে আক্রান্তদের মধ্যে সক্রিয় সংখ্যা ১৪৪৫। সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৩০৯। নিহত ৫২। রাজ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইয়ানাম জেলা। মনে করা হচ্ছে করোনা আক্রান্তের নিরিখে আগামী দিনে পর্শী রাজ্য তামিলনাড়ুকেউ ছাড়িয়ে যাবে পুদুচেরি।

প্রয়াত উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী কমলা রানী বরুণ, শোকস্তব্ধ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২ আগস্ট (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাস কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত হলেন কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী কমলা রানী বরুণ। রবিবার লখনউয়ের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী কমলা রানী বরুণ। যোগী আদিত্যনাথ নেতৃত্বাধীন উত্তর প্রদেশ সরকারের মন্ত্রী কমলা রানী বরুণের শরীরে জুলাই মাসেই করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছিল। গত ১৮ জুলাই জানা যায়, মন্ত্রী কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তিনি।

অন্ধ্রপ্রদেশে আত্মঘাতী করোনা-আক্রান্ত দম্পতি, কারণ নিয়ে ধন্দ!

অনন্তপুরম, ২ আগস্ট (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে রহস্যজনক কারণে আত্মঘাতী হলেন করোনা-আক্রান্ত স্বামী-স্ত্রী। অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুরম জেলায় হোম আইসোলেশন ছিলেন করোনা-আক্রান্ত দম্পতি, শনিবার রাতে আত্মঘাতী হয়েছেন তাঁরা। কী কারণে তাঁরা আত্মঘাতী হলেন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। আত্মহননের কারণ নিয়ে ধন্দে তদন্তকারীরা।
ধর্মাবরম ডিএসপি রমাকান্ত জানিয়েছেন, হোম আইসোলেশন ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। শনিবার রাতে আত্মঘাতী হয়েছেন তাঁরা। গত ২৫ জুলাই তাঁদের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছিল। চিকিৎসাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। আত্মহননের কারণ এখনই স্পষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না।

সংক্রমণ থামছেই না, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ১৫৪,৩১৯

ওয়াশিংটন, ২ আগস্ট (হি.স.): বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ১৫৪,৩১৯ জন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। আমেরিকায় ২৪ ঘন্টাতেই নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬১ হাজারের বেশি মানুষ। শনিবার সারা দিনে ৬১ হাজারের বেশি মানুষ সংক্রমিত হওয়ার পর মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৬ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে পরপর পাঁচ দিন দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়েছে। আমেরিকায় মৃত্যু-মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার লকডাউনের দিনে সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশের টহলদারী। ছবি- পিআইবি।

ডুকলীতে রেশন সামগ্রী পাচারকালে ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রেশন সামগ্রী পাচারের সময় আটক তিনজন। ঘটনা রাজধানী লাগোয়া ডুকলি বাজারে। করোনা পরিস্থিতিতে সরকার নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিপিএল ভুক্তদের বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। তার পাশপাশি ছোলা দেওয়ারও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এইবার সেই ছোলা পাচারের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসলো। অভিযোগ সাধারন মানুষের জন্য রেশনে আসা সরকারী ছোলা পাচার করা হচ্ছে। এইদিন একটি গাড়িতে করে এই ছোলার বস্তা পাচারের সময় ডুকলি এলাকার সচেতন যুবকরা গাড়িটিকে আটক করে। একই সাথে আটক করা হয় আরও তিনজনকে। স্থানীয়দের অভিযোগ গাড়িটিকে আটক করার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু পুলিশ কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গাড়ির চালকের সাথে কথা বলে, এবং গাড়িটিকে ছেড়ে দেয়। এইনিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২আগস্ট (হি. স.): মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। চলতি সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশি হবে। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিকে ওড়িশা সংলগ্ন জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির আভাস। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা দুই মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া দুই বর্ধমান হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগনা। পাশাপাশি মঙ্গল বুধ ও বৃহস্পতিবার এই জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
উত্তর বঙ্গোপসাগরে মঙ্গলবার নিম্নচাপ তৈরি হবে। নিম্নচাপের ফলে মৌসুমী অক্ষরেখা আরো শক্তিশালী হবে। বৃষ্টি বাড়বে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় ঝোড়ো হাওয়া বইবে সমুদ্রের অভ্যন্তরে। এর কারণে মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আগামী দুদিন দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের কোচবিহার কালিম্পং জলপাইগুড়ি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ দু একপশলা বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে। আপাতত অতি ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।
রবিবার কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। মাঝে মাঝেই রোদও দেখা গিয়েছে অবশ্য। দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকেই। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রী। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৬ ডিগ্রী। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৬১ থেকে ৯৩ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছে সামান্য ৬.৪ মিলিমিটার।

মহারাজগঞ্জ বাজারে বিপুল পরিমানে তামাক জাতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রবিবার সকালে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি থানার পুলিশ মহারাজগঞ্জ বাজারের এক দোকানে তল্লাসি অভিযান চালায়। এই তল্লাসি অভিযানে পুলিশ ঐ দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ তামাক জাতীয় নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।
মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি থানার ওসি জানান এইদিন সকালে মহারাজগঞ্জ বাজারে পেট্রোলিং করার সময় পুলিশ একটি দোকানে অসংখ্য ভিড় দেখতে পায়। তখন ঐ দোকানে যায় পুলিশ। দোকানে তল্লাসি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ তামাক জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। দোকান মালিক এই সকল তামাক জাতীয় সামগ্রী মজুতের বৈধ কোন কাগজ দেখাতে পারেনি। তাই সেই সকল তামাক জাতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়েছে।

বাইখোড়া কৃষি সমবায় সমিতির উদ্দ্যোগে ২ লক্ষ্য ৮০ হাজার টাকায় ধানের চারা রোপনের মেশিন ক্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ আগস্ট।। বাইখোড়া কৃষি সমবায় সমিতির উদ্দ্যোগে ২ লক্ষ্য ৮০ হাজারটাকা ব্যায় করে ধানের চারা রোপনের মেশিন ক্রয় করাহয়েছে। শান্তির বাজার মহকুমার কৃষদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বাইখোড়া কৃষি সমবায় সমিতি কাজ করেযাচ্ছে। এরইমধ্যে কৃষদের ধানের চারা রোপনের জন্য নতুন একটি মেশিন ক্রয় করাহয়েছে। বিগতদিনে সমগ্র দক্ষিন ত্রিপুরা জুরে এমন কোনো মেশিন ছিলোনা। কৃষকরা দৈনিক ৪০০ টাকা হাজিরা করে কাজের শ্রমিক রাখতেহতো। এতেকরে কৃষকরা কৃষি কাজে বেশিলাভবান হতোনা। তাই কৃষকদের উন্নয়ন স্বার্থে বাইখোড়া কৃষি সমবায় সিমিতির উদ্দ্যোগে ২ লক্ষ্য ৮০ হাজার টাকা ব্যায় করে ধানের চারা রোপনের নতুন মেশিন ক্রয়করাহরেছে এই কথা জানান বাইখোড়া কৃষি সমবায় সমিতির প্রেসিডেন্ট রতন বৈদ্য। ধানরোপনের এই অত্যাধুনিক মেশিনটি বাইখোড়া চড়কবাই গ্রামপঞ্চায়েতের কৃষক মনব্রত সরকারের মাঠে পরিক্ষামূলক ভাবে চালানোহয়। আজকের এই ধানের চারা রোপনের মেশিনের পরিক্ষামূলক কর্মসূচীতে শান্তির বাজার মহকুমা শাসক, বগাফা কৃষিদপ্তরের এস এ দেবাশীষ পাল সহ এলাকার লোকজনেরা উপস্থিত ছিলেন। এই মেশিন চালানোনিয়ে এলাকার লোকজনের মধ্যে ব্যাপক কৌতুহল লক্ষ্যকরাযায়। আজকের এই ধানরোপনের পরিক্ষামূলক কর্মসূচীর কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষি আধিকারিক দেবাশীষ পাল।

ধর্মনগরে স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত পথচারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের হাফলং এলাকায় একটি স্কুটির ধাক্কায় এক পথচারী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত পথচারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন। জানা যায় এক স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় পথচারী এক ব্যক্তি রাস্তার মাঝখানে চলে আসেন। হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে চলে আসায় স্কুটি চালক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। স্কুটির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক পথচারী। স্কুটির ধাক্কায় পড়ে আহত হয়। ধর্মনগর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে।পথচারীর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

আনন্দনগরে বিস্তর পরিমান দেশী মোদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রবিবার সকালে শ্রীনগর থানা এলাকার আনন্দনগরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ২৭০ লিটার দেশি মদ সহ তিনজনকে আটক করেছে। জানা যায়, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে শ্রীনগর থানার পুলিশ আনন্দনগরে হানা দিয়ে দেশি মদ সহ তিন জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরেই তারা আনন্দনগর এলাকায় দেশি মদ তৈরি করে আগরতলা শহর সহ অলিগলিতে সরবরাহ করত। আটক তিনজনের বিরুদ্ধে শ্রীনগর থানায় মামলা গৃহিত হয়েছে। এই ধরনের মদ বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে শ্রীনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে।

বঙ্গে ৫ আগস্ট সম্পূর্ণ লকডাউন প্রত্যাহারের আর্জি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি হিন্দু জাগরণ মঞ্চের

কলকাতা, ২ আগস্ট (হি.স.): আগামী ৫ আগস্ট, বুধবার সাপ্তাহিক লকডাউনের কথা আগেই ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু, ওই দিনই উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিলান্যাসের কারণে, বুধবারের প্রস্তাবিত লকডাউন প্রত্যাহার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষ আবেদন জানাল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। চিঠি দিয়ে বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। ওই চিঠির অনুলিপি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও দেওয়া হয়েছে।
করোনা-প্রকোপ রুখতে এখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাপ্তাহিক লকডাউন শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বলা হয়েছে, এখন থেকে সপ্তাহে দু''দিন সম্পূর্ণ লকডাউন থাকবে গোটা রাজ্যে। সেই মতই আগামী বুধবার সম্পূর্ণ লকডাউন রাজ্যে। কিন্তু এর আগেও লকডাউন ঘোষণা করেও কয়েকবার দিন পরিবর্তন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে ক্ষেত্রে পয়লা আগস্ট ঈদ থাকায় ওই দিন লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই ৫ আগস্টের প্রস্তাবিত লকডাউন প্রত্যাহারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ।
সংগঠনের সম্পাদক নবেন্দু কুমার বন্দোপাধ্যায় চিঠিতে জানান, 'আপনি যেভাবে মুসলিম ধর্ম আবেগকে সম্মান জানিয়ে ঈদের দিন লকডাউন প্রত্যাহার করেছিলেন, ঠিক একইভাবে ৫ আগস্ট রাম মন্দিরের শিলান্যাসের দিন লকডাউন প্রত্যাহার করুন'। নবেন্দুবাবু চিঠিতে আরও জানান, 'রাজ্যের সমস্ত হিন্দু ভাইবোনদের তরফে অনুরোধ জানাচ্ছি, ৫ আগস্ট লকডাউন প্রত্যাহার করে আপনি পুলিশ ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিন, যেন ওই দিন আমাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ ও পুজো করার ক্ষেত্রে তারা সাহায্য করেন।' তবে এখনই ৫ আগস্ট লকডাউন প্রত্যাহার করা হবে কি না, সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

গুজরাটের অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন বিজয় রূপানি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ আগস্ট (হি.স.): গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জন্মদিনে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার টুইট করে শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "জন্মদিনে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিকে শুভেচ্ছা। গুজরাটের অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।"
১৯৫৬ সালের ২ আগস্ট মায়ানমারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিজয় রূপানি। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ৬৪ বছর বয়সী রূপানিকে এদিন টুইট করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রমুখ।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের দুই কর্মী করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের জেলা হাসপাতালে একজন টেকনিশিয়ান স্টাফসহ দুজন করোনা রোগীর সন্ধান মিলেছে। তাতে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। টেকনিশিয়ান স্টাফসহ দুজনা আক্রান্ত রোগীকে ধর্মনগর হাসপাতাল থেকে পানিসাগর কোভিদ কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।মেডিসিন বিভাগ এবং প্রসূতি বিভাগ পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে। পুরো হাসপাতাল সেনিটেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।মেডিকেল সুপার শীর্ষেন্দু চাকমা জানিয়েছেন হাসপাতালের করুণা আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়ায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।জরুরী বিভাগ ছাড়া আপাতত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে কোন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে না বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীর সন্তন মেলা খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

প্রেসক্লাবে পরীক্ষা করা সাংবাদিকদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। করোনা মোকাবেলায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী, আরক্ষা কর্মীদের ন্যায় সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরাও প্রথম সারিতে থেকে লড়াই করে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি রাজ্যের এক চিত্র সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের এক কর্মী করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্যোগে রাজ্যে কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের বিনামূল্যে এন্টিজেন টেস্ট করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই মোতাবেক রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে রাজ্যে কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের এন্টিজেন টেস্ট করা হয় বিনামূল্যে। ফলে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা এইদিন আগরতলা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে বিনামূল্যে এন্টিজেন টেস্ট করিয়ে নেয়। সরকারের এই উদ্যোগে যথেষ্ট খুশি সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা। এন্টিজেন টেস্টের কাজে নিযুক্ত এক কর্মী জানান এন্টিজেন টেস্ট করার ফলে সকলে খুব কম সময়ের মধ্যে নিজেদের রিপোর্ট জানতে পারবে। পাশাপাশি তিনি সকলকে সরকারী নির্দেশিকা মেনে মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান। জানা গিয়েছে, এদিন যেসব সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মীরা পরীক্ষা করিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।